মহাত্মা

জন হাউয়ার্ডের জীবনচরিত।

শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

এস্, সি, বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্ম-মিশন যন্ত্রে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র।

উৎসর্গ

বিবিধ সদগুণালঙ্কৃত

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের

নামে

মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের

এই জীবনীখানি

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে

উৎসর্গ করিলাম।

মুখবন্ধ।

মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের জীবনচরিত অংশতঃ "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কনকালে সেই অংশগুলি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মহাত্মা জন হাউয়ার্ড একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার জীবন আত্মোৎসর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থল। বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও কিরূপে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়, পৃথিবীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কিরূপে অকাতরে অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিতে হয়, মহাত্মা হাউয়ার্ডের জীবন তাহার অত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য। এ সংসারে কর্ত্তব্যের পথ নিরূপণ করা বড়ই সুকঠিন। কর্ত্তব্য পথের অনুসন্ধানার্থ যাঁহারা ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছেন, মহাত্মা হাউয়ার্ডের জীবনচরিত পাঠ করিয়া যদি তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই আমার সকল যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতা "বেথুন স্কুলের" অন্যতর অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পরিদর্শন ও সংশোধনপূর্ব্বক আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়বারের সূচনা।

বঙ্গের কোন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা উপলক্ষে বঙ্গদেশকে এক স্থানে 'বক্তৃতার দেশ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে মহাত্মা জেনারেল বুথেরও এইরূপ মত। ১৮৯২ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি যখন কলিকাতা মহানগরীতে পদার্পণ করেন, তখন একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা-স্থলে মহাত্মা বুথ বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালী জন্মাবধি সুবক্তা, —একটী বাঙ্গালী বালক কিম্বা বালিকাকে দাঁড় করাইয়া দাও, দেখিতে পাইবে সে অতি সুন্দর একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া এখনই সকলের মনোরঞ্জন করিবে।" বাঙ্গালী যে কাজে তত পটু নন, ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক প্রচারিত। এ কলঙ্ক অপনোদনের জন্য বঙ্গের সকল বিভাগের নেতাগণ প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অস্থিমজ্জাগত ব্যাধি কি বাহিরের চেষ্টায় দূরীভূত হয়? আদর্শপুরুষ ভিন্ন মানব জীবনের উন্নত আদর্শ আর কেহই জাগাইতে সমর্থ নন। বাঙ্গালীদিগকে কাজের লোক করিয়া তুলিতে হইলে, বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগের চিত্তে আদর্শ পুরুষগণের জীবনের আত্মোৎসর্গের জীবন্ত ভাব জাগ্রত করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়েই মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের জীবন বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। দেশীয় প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণও গ্রন্থকারের এই উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া গ্রন্থ খানি যাহাতে বালক বালিকাগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয় তৎ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; এবং সরকারী ও বেসরকারী কয়েকটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে "জন হাউয়ার্ড" পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হইয়াছে।

শিক্ষাবিভাগের কয়েকজন সুযোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ অনুসারে এই সংস্করণে অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়াছে।

মহাত্মা জন হাউয়ার্ড

পূর্ব্বকথা

এ সংসারে কয়জন লোক মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম? পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আত্ম-সুখের জন্য ব্যস্ত। আত্ম-সুখকেই কেন্দ্র করিয়া হতভাগ্য জনগণ সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের মধ্যে যাহারা আত্ম-সুখকে কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহাদের দৃষ্টি আপনাকে অতিক্রম করিয়া পরিবারের প্রতি পড়িয়াছে, পরিবারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনকেই তাহারা জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিয়া দিবানিশি খাটিতেছে। আপনার স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা, ভাইভগ্নী, যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে, এই চিন্তাই নিরন্তর তাহাদের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট "আপনার জন" যে কয়েকটী তাহাদের উপরেই এই সকল লোকের হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত সহানুভূতি সংবদ্ধ। সমস্ত মনুষ্যজাতির কথা দূরে থাকুক, আপন প্রতিবেশিমণ্ডলীর প্রতিও যে ইহাদের কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য আছে, প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে যে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা উচিত নহে, এসকল কথা ইহাদিগকে কোনও প্রকারে বুঝাইয়া দিতে পারিলেও

ইহারা হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। এজন্য যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ মানবজবীনের উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের বিশাল হৃদয় পরিবার-প্রাচীরের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়াছে, যাঁহারা সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মনুষ্যজাতির মধ্যে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য অনুদিন খাটিয়া খাটিয়া শরীর ক্ষয় করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগের জীবন সংসারে অতি অমূল্য পদার্থ। তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কত শত সংসারাসক্ত ক্ষুদ্রচেতা মানব স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়াছে—দুঃখীর দুঃখ দূর করা ও মনুষ্যজাতির সেবা করাকেই জীবনের উচ্চ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে পুণ্যশ্লোক মহাত্মার জীবন বর্ণনা করিতে যাইতেছি, ইহাঁর নাম বাস্তবিকই প্রাতঃস্মরণীয়। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য ইয়ুরোপের কারাগারের কর্ম্মচারীদের ভীষণ অত্যাচার ও নৃশংস ব্যবহার দেখিয়া যাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল, হতভাগ্য কারাবাসিগণকে পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া যাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, বিশ্বজনীন প্রেমদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যিনি কারাসংস্কার কার্য্যে আপনার জীবন, যৌবন, ধন, সমস্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে আমরা সেই স্বর্গীয় মহাত্মা জন হাউয়াডের পবিত্র জীবনের বিষয় আলোচনা করিব। জগতের সকল সাধু মহাত্মাদের জীবনই প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষভাবে সমস্ত নরনারীর কল্যাণসাধন করিতেছে। দেশকালের প্রয়োজন

অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সদ্‌গুণের প্রভাব দেশকালে বদ্ধ না থাকিয়া পৃথিবীর সমস্ত নর নারীর জীবনের উপরেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকে। যাঁহারা মানবজাতির দুঃখমোচনের জন্য স্বীয় স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি সকল দেশের নরনারীর নিকট সমান ভাবে পূজিত না হন, তবে আর পৃথিবীতে সাধুভক্তিপ্রদর্শনের স্থল কোথায়?

জন্মকথা।

মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের বাল্যজীবনের বিষয় নিশ্চিতরূপে অতি অল্পই জানা গিয়াছে। তাঁহার জন্মতিথি, এমন কি জন্মস্থানসম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। তাঁহার এক জীবনচরিত-লেখক বলেন যে, ১৭২৬ কি ২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এনফিল্ড নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। আবার কেহ বা বলেন যে, ১৭২০ কিম্বা ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাপটন, কারডিংটন অথবা স্মিথফিল্ড এই স্থানত্রয়ের কোনও একটী স্থানে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। হেপওয়ার্থ ডিক্‌সন্ নামক এক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কথার সারমর্ম্ম এই যে, জন হাউয়ার্ডের ন্যায় জন-হিতৈষী মহাত্মাদের খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কি কালে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষদের গৌরব কোন জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নহে,

সমস্ত মনুষ্যজাতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বত্ব অনুসারে সমান ভাবে উহার স্বত্বাধিকারী ; সুতরাং হাউয়ার্ডের জন্মতিথি ও জন্মস্থান বিষয়ে সন্দেহ থাকে থাকুক, সে সন্দেহ দূর করিতে গিয়া কাহারও ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। পিতার নামানুসারে পুত্রের নাম জন হাউয়ার্ড রাখা হইয়াছিল। হাউয়ার্ডের পিতা লণ্ডন নগরে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। হাউয়ার্ডের জন্মের অল্পকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পিতা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর উত্তর উপনগর ক্লাপটনে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এ সংসারে যাঁহারা সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, জীবনে প্রতিভা ও সাধুতার আশ্চর্য্য সমাবেশের জন্য যাঁহাদের যশঃসৌরভ দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, জনকজননীর মহৎজীবনের প্রভাবই তাঁহাদের সকল মহত্ত্বের প্রধান হেতু। সাধুতা, পরদুঃখ-কাতরতা, জ্ঞানানুরাগ প্রভৃতি যে সকল ভাব মহৎ লোকের হৃদয়ে কালে বিকশিত হইয়া তাঁহাদের জীবনকে উন্নত ও মধুময় করে, সেই সকল ভাব তাঁহাদের জনক জননীর জীবনগত ভাবের রূপান্তর মাত্র। পৃথিবীর প্রায় সকল মহাপুরুষগণই স্ব স্ব জীবনে এই সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, পিতা মাতার সাধু দৃষ্টান্তই তাঁহাদের জীবনের ভিত্তিভূমি। কিন্তু মহাত্মা জন হাউয়ার্ড স্বীয় মহত্ত্ব ও সাধুতার জন্য পিতা মাতার নিকটে কতদূর ঋণী, দুর্ভাগ্যবশতঃ তদ্বিষয়ে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। তাঁহার পিতার চরিত্র সম্বন্ধে এইমাত্র জানা গিয়াছে যে, তিনি প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত একজন শুদ্ধচিত্ত,

নিষ্ঠাবান্ খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন, এবং ন্যায় ও সৌজন্যের সহিত সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

পিতা অপেক্ষা মাতার জীবনই সন্তানের উপর কার্য্য করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং মাতার জীবনের প্রভাবেই পুত্রের চরিত্র বহুল পরিমাণে গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার মাতার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে শুদ্ধ এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, তিনি অতি সুনিপুণা গৃহিণী ছিলেন এবং আলস্যপরিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা গার্হস্থ্য সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনে নিরত থাকিতেন। তিনি হাউয়ার্ডের জন্মের পরে একটী কন্যা প্রসব করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই পরলোক গমন করেন। হাউয়ার্ডের পিতা দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু পরিণয়ের কয়েক মাস পরেই তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হাউয়ার্ড বাল্যকালে অতিশয় রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এক কৃষকের উপরে তাঁহার লালন পালনের ভার অর্পিত হয়। এই কৃষক বেডফোর্ডের নিকটবর্ত্তী কারডিংটনে বাস করিত এবং হাউয়ার্ডের পিতার জমিদারীর মধ্যে সামান্য ভূমিখণ্ড খাজানা করিয়া তাহাতে কৃষিকর্ম্মনির্ব্বাহ করিত। ভাবী জন-হিতৈষী হাউয়ার্ড এই স্থানেই বাল্য জীবন যাপন করেন এবং বাল্যস্মৃতির মোহিনী শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়াই অবশেষে প্রভূত ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া এই স্থানেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

মহাত্মা জন-হাউয়ার্ড।

শিক্ষা।

উপযুক্ত বয়সে হাউয়ার্ড বিদ্যাশিক্ষার্থ হার্টফোর্ডের একটী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। ডিসেণ্টার খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছিলেন এবং জন্ উরস্লি সাহেব ইহার কার্য্য চালাইতেন। এই বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া হাউয়ার্ডের বিশেষ কোন লাভ হইল না; এইজন্য তিনি ভালরূপে শিক্ষা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডন নগরে গমন করিলেন। লণ্ডন নগরে পৌঁছিয়া তিনি জন কোম্স্ নামক নানাবিদ্যা-বিশারদ জনৈক সুপণ্ডিতের বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। হাউয়ার্ড তাঁহার নিকট ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃই হউক, অথবা বুদ্ধিবৃত্তির তাদৃশ প্রখরতা না থাকা নিবন্ধনই হউক, তিনি লেখাপড়ায় আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হাউয়ার্ডের বিদ্যাবুদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন সাহিত্য তাঁহার বিশেষরূপ আয়ত্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি লাটিন এবং গ্রীক ভাষা অতি অল্পই জানিতেন; কিন্তু ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল এবং নানা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। যদিও তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া জ্ঞানজগতে অত্যুচ্চ পদ লাভ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার

অভিপ্রায়ানুসারে হাউয়ার্ড পৈতৃক বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। লাটিন, গ্রীক ও অন্যান্য সাহিত্য শিক্ষা করা বাঞ্ছনীয় হইলেও বণিকের পক্ষে ততদূর প্রয়োজনীয় নহে ; সুতরাং আড়ম্বর ও যশের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া স্বীয় প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ শিক্ষা করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। ইহাই বোধ হয় তাঁহার অসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রধান কারণ।

সংসারে প্রবেশ।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হাউয়ার্ড ব্যবসায়বাণিজ্য শিক্ষার্থ লণ্ডননগরস্থ নিউহাম ও শিপ্‌লি কোম্পানীর দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন। বাণিজ্য শিক্ষা করিবার জন্য কোন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে কোম্পানীকে প্রবেশকালে কিঞ্চিৎ অগ্রিম অর্থ দিতে হয়। হাউয়ার্ডের পিতা নিয়মাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিয়া উক্ত কোম্পানীর অধীনে হাউয়ার্ডের অবস্থানের যেরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ছিলেন, সকল শিক্ষানবিশের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়া উঠে না। যে অবস্থায় থাকিলে ও যে ভাবে চলিলে ভবিষ্যতে তাঁহার সামাজিক পদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে, তদ্রূপযোগী বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি হয় নাই। শিক্ষানবিশ হাউয়ার্ড সম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় বিশ্রামাগার, ভৃত্য ও আরোহণোপযোগী দুইটি অশ্ব পাইয়াছিলেন।

পিতৃবিয়োগ।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাউয়ার্ডের পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে পুত্র হাউয়ার্ডকে স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী করিয়া, অস্থাবর সম্পত্তি স্বীয় কন্যাকে দান করিয়া যান। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে হাউয়ার্ড পৈতৃক সম্পত্তির কর্তৃত্বভার পাইবেন না, পিতার এইরূপ আদেশ ছিল বটে, কিন্তু হাউয়ার্ডের বিচারশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্যদক্ষতার উপর তাঁহার পিতৃনিয়োজিত কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগের দৃঢ় আস্থা ছিল। এইজন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক জানিয়াও তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার হস্তে পৈতৃক সম্পত্তির সমস্ত কর্তৃত্বভার অর্পণ করিলেন।

হাউয়ার্ড স্বহস্তে সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরেই পৈতৃক বাটীর জীর্ণসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য হাউয়ার্ডকে একদিন অন্তর ক্লাপ্‌টনে গমন করিতে হইত।

যে বিশ্বজনীন মানবপ্রেম একদিন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় হাউয়ার্ডের হৃদয় গ্রাস করিয়াছিল, সেই প্রেমের দুই একটী স্ফুলিঙ্গ প্রথম যৌবনেই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। যে সময়ে তিনি ক্লাপ্‌টনস্থ বাড়ীর জীর্ণসংস্কার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন, তখন তিনি বালক। এই সময়েই দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিত; তাঁহার প্রাণে কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্বোধিত হইত। এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে।

হাউয়ার্ডের পিতার একটী বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল। বহুকাল হইতে এই ভৃত্য হাউয়ার্ডের পিতার ক্লাপ্‌টনস্থ উদ্যানে

মালীর কাজ করিত। বৃদ্ধ হাউয়ার্ডের মৃত্যুর পর যখন বালক হাউয়ার্ড বিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার পাইলেন, তখনও এই বৃদ্ধ ভৃত্য আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড প্রাণে বড় ক্লেশ পাইতেন। যখনই বাগানের নিকট দিয়া রুটীওয়ালাদের গাড়ী চলিয়া যাইবার সময় হইত, তখনই তিনি প্রাচীরের বাহিরে যাইয়া রাস্তার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং একখানি রুটী ক্রয় করিয়া বাগানের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন। পরে বাগানে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ মালীকে বলিতেন, "মালি! ঐ শাকবনের মধ্যে খুঁজিয়া দেখ দেখি, তোমার পরিবারের জন্য কিছু পাও কি না?"

বহুদর্শিতা।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই হাউয়ার্ডের বিদেশভ্রমণের ইচ্ছা জন্মিল। নানা দেশের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ ও বিচিত্র মানবপ্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়া মনের উন্নতি সাধন করিবার অভিলাষে ফরাসী ও ইতালি দেশের মধ্য দিয়া তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইলেন; এবং প্রায় দুই বৎসর কাল পর্য্যটনের পর শরীর মনের পুষ্টি সাধন করিয়া ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কারুকার্য্যের জন্য ইতালিদেশ সুবিখ্যাত। তথাকার শিল্পিগণের অত্যদ্ভুত কারুকার্য্য দেখিয়া হাউয়ার্ডের শিল্পবিদ্যার প্রতি অনুরাগ ও রুচি জন্মিল। মনোহর ও সুরুচিকর নানাবিধ শিল্পকার্য্য দেখিয়া যেমন একদিকে তাঁহার

হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি দক্ষিণ ইউরোপের স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর জল বায়ু তাঁহার দুর্ব্বল দেহকে সতেজ করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া শিক্ষিত ও সম্পন্ন লোকের যে সকল উপকার লাভ হয়, হাউয়ার্ডের ভাগ্যে সে সমস্তই ঘটিয়াছিল। বিদেশভ্রমণকালে তিনি নানা স্থানের প্রদর্শনী ও মেলায় গমন করিতেন। ঐ সকল স্থানে কারুকার্য্য দর্শন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না, স্বদেশে আনয়ন করিবার জন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া তৎসমুদয় ক্রয় করিতেন। যে সকল মনোহর আলেখ্যদ্বারা অবশেষে তিনি কারডিংটনস্থ বাস-গৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন, বিদেশভ্রমণকালেই সেই সকল সংগৃহীত হইয়াছিল।

জীবনের প্রথম পরীক্ষা।

১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হাউয়ার্ড ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। বিদেশের স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর গুণে তাঁহার শরীর অনেকটা সবল হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শারীরিক দৌর্ব্বল্য না যাওয়ায় তখনও তাঁহার পক্ষে পল্লীগ্রামের জল বায়ু সেবনের প্রয়োজন ছিল। তদনুসারে তিনি রাজধানীর অনতিদূরস্থ ষ্টেকনিউইংটন গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। একে গ্রামটী অতি মনোহর, তাহাতে আবার ইহার জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, সুতরাং এই স্থানটী যে হাউয়ার্ডের মনের মত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে তাঁহার সকল কার্য্য চলিতে লাগিল। নির্দ্ধারিত পথ্য ভিন্ন তিনি আর কিছুই আহার করিতেন না, সুখকর পাঠ্য ভিন্ন তিনি আর কিছুই অধ্যয়ন করিতেন না। তাঁহার বিশ্রামকাল মানসিক উন্নতি সাধন-কল্পেই সম্পূর্ণরূপে অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার সহজ সহজ বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পকালের মধ্যেই কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জ্বর ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি উত্থানশক্তিরহিত হইলেন। যে গৃহে হাউয়ার্ড বাস করিতেন, সেই গৃহের কর্ত্রীঠাকুরাণী অতি সহৃদয়া ছিলেন। তিনি প্রাণ দিয়া হাউয়ার্ডের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মিতাচার ও উপযুক্ত শুশ্রূষার গুণে হাউয়ার্ড শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। পীড়িতাবস্থায় গৃহস্বামিনীর কর্ম্মশীলতা, মনের প্রফুল্লতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া হাউয়ার্ডের প্রাণ সেই রমণীর দিকে আকৃষ্ট হইল। হাউয়ার্ড রমণীর পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া তাঁহাকে আপন অভিলাষ জানাইলেন। রমণী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। একে তাঁহার শরীর শীর্ণ, তাহাতে আবার বয়ঃক্রম হাউয়ার্ডের দ্বিগুণ অপেক্ষাও কিঞ্চিদধিক হইয়াছে, এঅবস্থায় হাউয়ার্ডের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া কোন মতেই তিনি সঙ্গত বোধ করিলেন না। কিন্তু হাউয়ার্ডের প্রাণ তাঁহাকে পাইবার জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, রমণীকে অবশেষে সমুদয় প্রতিকূল অবস্থা বিস্মৃত হইয়া হাউয়ার্ডের সঙ্গে হৃদয়ের বিনিময় করিতে প্রস্তুত হইতে হইল।

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাই তাঁহাদের সম্বন্ধের ভিত্তিভূমি। প্রণয় অপেক্ষা শ্রদ্ধার ভাবই তাঁহাদের মধ্যে অধিক ছিল। আসক্তি অপেক্ষা কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারাই তাঁহারা অধিক পরিমাণে চালিত হইতেন। বিবাহের পর তিন বৎসরকাল উভয়ে একত্রে পরম সুখে বাস করিলেন। যতই হাউয়াড পত্নীর সদ্গুণ ও মহত্ত্বের পরিচয় পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হাউয়ার্ডের প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতে, হাউয়ার্ডের কর্ত্তব্যের আরম্ভ হইতে না হইতেই, তাঁহাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তাঁহার স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পত্নীর মৃত্যুতে হাউয়ার্ডের প্রাণে এতদূর আঘাত লাগিয়াছিল যে, তিনি ষ্টেক-নিউইংটনের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শান্তির অন্বেষণে বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এক ভয়ানক ভূমিকম্পে মনোহর লিস্‌বন নগরকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে। এই অদ্ভুত ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য হাউয়ার্ড তথায় যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং ১৭৫৬ সালের প্রারম্ভে "হ্যানোভার" নামক ডাকের জাহাজে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। অর্ণবযান "হ্যানোভার" ইংলিশচ্যানাল পার হইতে না হইতেই শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত হইল। নাবিক এবং আরোহিগণকে চল্লিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্ন জল হইতে বঞ্চিত করিয়া, অবশেষে ব্রেষ্টের কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। কারানিক্ষিপ্ত হতভাগ্যগণ

যখন ক্ষুধাতৃষ্ণার অসহ্য যাতনায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল, জল, জল, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তখন একখণ্ড মেষ মাংস তাহাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। পশুদিগকে লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া যে ভাবে তাহাদের আহার্য্য মাংসাদি ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, হতভাগ্য কারানিক্ষিপ্ত ইংরেজ-গণকেও সেইরূপে একখণ্ড মাংস প্রদত্ত হইল; ছুরীর অভাবে হতভাগ্যগণ দন্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুরের ন্যায় ঐ মাংস-খণ্ড চর্ব্বণ করিতে লাগিল। তখনকার কারাগারের ভীষণ অবস্থা, কারাবাসীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে সম্যক্‌রূপে সে দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করা একবারেই অসম্ভব। হাউয়ার্ড আজ স্বচক্ষে কারাবাসীর দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন, স্বয়ং কারাগারের ভীষণ অত্যাচার ভোগ করিতে লাগিলেন। যে মহান ভাবে প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা হাউয়ার্ড কারাসংস্কার কার্য্যে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই স্বর্গীয় ভাব তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিল। হাউয়ার্ডের প্রাণে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার হইল। আজ হাউয়ার্ড নিশ্চিতরূপে বুঝিলেন, ইউরোপের হতভাগ্য কারাবাসিগণের কল্যাণ-সাধনের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছে। আজ তিনি একান্তমনে বিধাতার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। দেবলোক হইতে "মাভৈ," "মাভৈ" শব্দ ঘোষিত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে অপার সমুদ্র অনন্তস্বরে যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল, "এস বৎস! ভয় করিওনা, এ সংসারে কর্ত্তব্যের জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিতে চান,

তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য আমাদের ক্রোড় প্রসারিত রহিয়াছে।”

কারাবিবরণ।

ফরাসি দেশের কারাগার সমূহের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সরল ও অরঞ্জিত ভাষায় মহাত্মা হাউয়ার্ড যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে তৎকালের কারাগার সমূহের ভীষণ অত্যাচারের বিষয়ে একটী স্থূল ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে।

“ব্রেষ্টের কারাগারে অবস্থিতি কালে শুধু খড়ের উপর শয়ন করিয়া আমি ছয় রাত্রি কাটাই। ব্রেষ্টের কারাগার হইতে অল্পকালের মধ্যেই মরলেই কারাগারে নীত হই।

“যথন কারপেই নামক স্থানে আসিলাম তথন দেশে পলায়ন করিব না বলিয়া শত্রুগণের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইলাম। ফরাসি দেশে ব্রেষ্ট, মরলেই এবং ডিনান নামে যে তিনটী কারাগার আছে এই তিনটী কারাগারেই অধিক সংখ্যক ইংরেজ কয়েদী ছিল। আমাদের জাহাজের নাবিকগণ ও আমার ভৃত্য ডিনানের কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল কারারুদ্ধ হতভাগ্য স্বদেশবাসিগণের দুরবস্থা দর্শন করিয়া প্রাণে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। যে দুই মাস কাল আমি কারপেইতে ছিলাম সেই দুই মাসের মধ্যে ইংরেজ কয়েদীদিগের সহিত যথাসম্ভব চিঠিপত্র লিখিতে ত্রুটি করি নাই। তৎকালে হতভাগ্য কারাবাসিগণ এতদূর নিষ্ঠুরতার সহিত ব্যবহৃত

হইত যে, কতশত কারাবাসী দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার অবসান করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

"কি ভীষণ ব্যাপার!—একদিনে ছত্রিশ জন কয়েদী ডিনানের কারাগারের ভিতরে একটী গর্ত্তে সমাহিত হয়!

"আমার প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করিয়াই শত্রুগণ আমাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিল।

"পীড়িত ও আহত নাবিকগণের তত্ত্বাবধানের জন্য ইংলণ্ডে কতিপয় কমিশনার নিযুক্ত আছেন। আমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া কমিশনারদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহারা আমাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়া ফরাসিরাজের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। আমাদের নাবিকগণ পূর্ব্বোল্লিখিত কারাগারত্রয়ের সমস্ত ইংরেজ কয়েদীগণের সহিত অবিলম্বে কারামুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিল।

"জনৈক দানশীলা রমণী মৃত্যুকালে নানা সৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থে সেইণ্ট মেলুর ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নিকটে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া যান। বিবিধ সৎকার্য্যের মধ্যে ডিনানের কারাগারস্থ ইংরেজ কয়েদীগণের প্রত্যেককে দৈনিক এক পেনী হিসাবে দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রমণী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই পুণ্যবতী মহিলা আয়র্লণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক জন ফরাসির সহিত পরিণীতা হন। তাঁহার সদিচ্ছা ও বদান্যতার গুণেই অনেকগুলি কাজের লোক—কতিপয় বীরপুরুষ জীবন বাঁচাইয়া অবশেষে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইলেন।"

জীবনের বিবিধ ঘটনা।

কারামুক্ত হইয়া হাউয়ার্ড ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, এবং কারডিংটনস্থ উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। কারডিংটনে হাউয়ার্ডের প্রভূত ভূমিসম্পত্তি ছিল এবং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজাবর্গ অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল। দারিদ্র্যই তাহাদের সকল দুঃখের মূল। শুদ্ধ হাউয়ার্ডের প্রজাগণই যে দীন দরিদ্র ছিল এমন নয়, সমস্ত কারডিংটন গ্রামটীর অবস্থাই তখন অতীব হীন ও শোচনীয় ছিল। কারডিংটনের অবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া এই ক্ষুদ্র পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে রত হইলেন, পরোপকার ব্রতে সম্পূর্ণরূপে ব্রতী হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রজাগণ যাহাতে মনের সুখে বাস করিতে পারে তজ্জন্য তিনি সুন্দর সুন্দর কুটীর নির্ম্মাণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সৌকার্য্যার্থে তিনি তাহাদিগকে নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত মজুরি দিতে লাগিলেন। তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ ও জীবনের সদ্দৃষ্টান্ত হইতে অশিক্ষিত প্রজাগণ পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার উপকারিতা শিক্ষা করিতে লাগিল। যাহাদের কার্য্যে, যাহাদের জীবনে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল না, হাউয়ার্ডের সাধু দৃষ্টান্তে সেই সকল নিরক্ষর প্রজাগণ সুনিয়মিত হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুঃখী দরিদ্রের জন্য হাউয়ার্ডের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। হাউয়ার্ডের দ্বারে আসিয়া দরিদ্র সাহায্য না পাইয়া ঘরে যায় নাই,

শোকসন্তপ্ত নর নারী সান্ত্বনার অভাবে ভগ্ন মনে চলিয়া যায় নাই, পীড়িত ব্যক্তিগণ উপযুক্ত উপদেশ ও ঔষধ পথ্য না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই—এক কথায়, হাউয়ার্ডের জীবনের রশ্মি সূর্য্যালোকের ন্যায় কারডিংটনের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতে লাগিল।

কারডিংটনবাসী লোকদিগের কিরূপে সকল বিষয়ে সুরুচি জন্মিতে পারে, কিরূপে সুসভ্য লোকদিগের সহিত তাহারা উপযুক্ত শিষ্টাচারের সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতে পারে, এবং কিরূপেই বা তাহাদের প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতে পারে, এই সকল চিন্তাই দিবানিশি হাউয়ার্ডের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। কিরূপে বাসগৃহ পরিষ্কার রাখিতে হয়, কিরূপে বাসস্থানের শোভাসম্পাদন করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া মনুষ্য জীবনের সকল প্রকার সুখ শান্তি ভোগ করিতে হয়, হাউয়ার্ড সর্ব্বপ্রযত্নে কারডিংটনবাসী গরিবলোকদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তজ্জন্য তিনি শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন এইরূপ কার্য্যেই তাঁহার মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল।

হাউয়ার্ডের জীবনের একটী গূঢ় মর্ম্ম এই যে, তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন, সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহা সমাধা করিতে চেষ্টা করিতেন। বড় বড় কাজ করিয়া তিনি যে পরিমাণে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, ছোট ছোট কাজ করিয়াও তিনি সেই পরিমাণে সুখী হইতেন। ছোট বড়

সকল কাজের মধ্যেই তিনি ভগবানের হাত দেখিতে পাইতেন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মে হাউয়ার্ড দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। হেনরীয়েটা লিডস্ নামক এক পরমরূপবতী, সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া এতদিন পরে হাউয়ার্ড সর্ব্বপ্রকারে আপনার মনের মত একজন সহ-ধর্ম্মিণী লাভ করিলেন। এই রমণীর বয়ঃক্রম হাউয়ার্ডের সমান ছিল এবং ইনি জ্ঞান, ধর্ম্ম ও উৎসাহে সর্ব্বদাই স্বামীর সমতুল্য হইতে যত্নবতী ছিলেন।

কারডিংটনবাসী দরিদ্র লোকদিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হইয়া হাউয়ার্ড এতদিন একাকী খাটিতেছিলেন,—একাকী সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছিলেন; আপনার দুঃখে আপনিই কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে বিধাতা সুখদুঃখের সমভাগিনী জীবনের একটি সহচরী মিলাইয়া দিয়া হাউয়ার্ডের প্রাণে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার করিয়া দিলেন। স্বামীর জীবন-সঙ্গিনী হইয়া রমণীও জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত দরিদ্র প্রজাগণের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইলেন। হাউয়ার্ড নিস্ব প্রজাদিগের বাসোপযোগী কতকগুলি পরিষ্কার কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং কুটীরবাসিগণের কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য যাহাতে প্রত্যেক কুটীরের নিকটে কিছু পরিমাণে কর্ষণোপযোগী ভূমি থাকে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই কার্য্যের বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। একবার বর্ষশেষে হাউয়ার্ড হিসাব করিয়া দেখিলেন বৎসরের খরচ বাদে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তিনি সহধর্ম্মিণীকে

বলিলেন, "এই অর্থদ্বারা তুমি লণ্ডন নগরে বেড়াইতে যাইতে পার অথবা তোমার ইচ্ছা হইলে ইহা অন্য কোনরূপ আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিতে পার।" তাহাতে তাঁহার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "এই টাকায় কেমন সুন্দর একটী কুটীর নির্ম্মিত হইতে পারে।" হাউয়ার্ড সহধর্ম্মিণীর উত্তরে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সেই অর্থ দ্বারা সত্য সত্যই একটী মনোহর কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন। আপন তালুকে এইরূপ দরিদ্রের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া হাউয়ার্ড সর্ব্বদাই বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মিতাচারী পরিশ্রমী লোকের দ্বারাই এই সকল কুটীর পূর্ণ হইতে লাগিল। হাউয়ার্ড ও তাঁহার স্ত্রী এই সকল গরিব লোকের মা বাপস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। রোগ শোকের সময়ে উভয়ে প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন এবং শোকসন্তপ্তের শোকানল সান্ত্বনাবারি সিঞ্চনদ্বারা নির্ব্বাণ করিতেন। এই সকল দরিদ্র লোকদিগের পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার হাউয়ার্ড স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন কঠিন নিয়ম ও শাসন ছিল যে, তাঁহার অধিকারস্থ নরনারীগণকে বাধ্য হইয়া নিয়মিতরূপে উপাসনালয়ে গমন করিতে হইত এবং সকল প্রকার নীতি-বিগর্হিত ও হানিজনক আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত থাকিতে হইত। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই কার্ডিংটনের অবস্থা ফিরিয়া গেল। মরুভূমি ফল ফুলে সুশোভিত উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইল। হাউয়ার্ডের সকল পরিশ্রম সার্থক হইল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭এ মার্চ্চ হাউয়ার্ডের পত্নী একটী পুত্র

প্রসব করিলেন। প্রসবের পর চারিদিন মাত্র তিনি ইহলোকে ছিলেন, চতুর্থ দিবসে অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পত্নীবিয়োগের অসহ্য যাতনায় হাউয়ার্ড যেভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন, মানবের অপূর্ণ ভাষায় তাহার বর্ণনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। হাউয়ার্ডের ভালবাসার গভীরতা এত অধিক ছিল যে, সহজে তাহার পরিমাণ করা যায় না। দেহ মনের উপযুক্ত বিকাশ হওয়ার পর এক ভাব, এক কাজ, এক উদ্দেশ্য ও এক প্রাণ লইয়া দুইটি আত্মা মিলিলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়, হাউয়ার্ড তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর সহিত সেইরূপ উচ্চ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ দাম্পত্য-প্রেম দ্রষ্টব্য বিষয় নয়, কল্পনার বিষয়ও নয়। যদি কোন ভাগ্যবান পুরুষ অথবা ভাগ্যবতী রমণী নিজ জীবনে পবিত্র মানবপ্রেমের এইরূপ উচ্চতম ভাব কখনও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবেই তিনি হাউয়ার্ডের তৎকালীন প্রাণের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝিতে সক্ষম হইবেন। পত্নীবিয়োগে হাউয়ার্ডের বাহ্যভাবের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না, বাহিরের কাজকর্ম্ম ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতে লাগিল। কিন্তু মানবচরিত্রের এমন একটী দিক্ আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয় ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন ভাবদ্বারাই বিকশিত হইতে পারে না, সংসারের আর কোন নিয়মেই সুরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। দাম্পত্য প্রণয়ের অভাবে এই দিক্‌টী বিষাদের ঘোর তমসে আচ্ছন্ন হইয়া মানব জীবনের সমস্ত প্রসন্নতা নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু হাউয়ার্ডের ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় দিন দিন প্রেমের উৎস পরমেশ্বরের দিকেই ধাবিত হইতে লাগিল। তাঁহার শূন্য হৃদয় অনন্ত

প্রেমাধারে নিমগ্ন হইল, শোকের দুর্ব্বিষহ যাতনার অবসান হইল। একটু স্থির হইয়াই হাউয়ার্ড পুত্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিলেন। বালক বালিকাগণের শিক্ষা ভার লইতে সকলে উপযুক্ত নন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও এই কঠিন কর্ম্মে একজন অযোগ্য হইতে পারেন, আবার সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াও একব্যক্তি স্বাভাবিক শক্তির গুণে ইহাতে সুযোগ্য হইয়া উঠিতে পারেন। এইরূপ গুরুতর কার্য্য সাধনোপযোগী স্বাভাবিক শক্তি কিম্বা অভিজ্ঞতা হাউয়ার্ডের কিছুই ছিল না। তিনি পুত্রের শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যাহাতে তাহার জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে কেবল তৎপক্ষেই বিশেষ মন দিলেন। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহার স্নেহ মমতা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি অপরিস্ফুট রহিয়া গেল। এই অপূর্ণ শিক্ষার বিষময় ফলস্বরূপ তাঁহার পুত্রের জীবনের শেষ ভাগ গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল। হৃদয় মন উভয়েরই তুল্যরূপে বিকাশ সাধন করা আবশ্যক। একটীকে উপেক্ষা করিয়া অন্যটীর উন্নতি সাধন করিলে মানবাত্মা কখনই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে এবং পূর্ণ শান্তি ভোগ করিতে পারে না।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হাউয়ার্ড আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জল বায়ু পরিবর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি ক্যালে নগরে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে ফ্রান্স দেশের মধ্য দিয়া জেনিভা নগরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। কয়েক সপ্তাহকাল জেনিভায় অবস্থিতি করিয়া হাউয়ার্ড মিলান্ নগরে গমন

করিলেন। মিলান্ হইতে টিউরিন্ নগরে পৌঁছিয়া তিনি বেশ সুস্থ হইলেন, এবং ইতালি দেশে থাকিয়া শীতঋতু অতিবাহিত করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

যে কারণে তিনি মনোহর ইতালী দেশের সুস্নিগ্ধ জল বায়ু সেবনের অপূর্ব্ব সুখভোগ তুচ্ছ করিয়া শীঘ্র শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে যে বিবরণটী পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠ করিলে তাঁহার গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

টিউরিন,
৩০এ নবেম্বর, ১৭৬৯।

"অনেক চিন্তার পর আমি ইতালীর দক্ষিণাংশে পরিভ্রমণ না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত মনে করিয়াছিলাম। কৌতূহল নিবারণার্থে জ্ঞানোন্নতির ব্যাঘাত করা যুক্তিসঙ্গত নয়, বিদেশ ভ্রমণের অকিঞ্চিৎকর সুখ শান্তির লোভে ধর্ম্ম মন্দিরের সুখ শান্তি উপেক্ষা করা ন্যায়ানুমোদিত নহে। শুদ্ধ আমার ক্ষণস্থায়ী সুখের অনুরোধে অনেক দীন দুঃখীর সাহায্য বন্ধ হইবে এবং অভাগাদিগকে অন্ন বস্ত্রের অভাবে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে, ইহা আমার প্রাণে কখনও সহ্য হইবে না, পরন্তু এরূপ কার্য্য করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক। জীবনের শেষ দিনে যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া গত জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিব, তখন নানা পাপ ও দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসুখের বাসনায় অন্ধ হইয়া যে অসহায় গরিব দুঃখিগণের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছিলাম, এই মর্ম্মভেদী চিন্তা স্মৃতিপথে উদিত

হইয়া সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় আমার হৃদয় মন দংশন করিতে থাকিবে।

এইরূপ নানা চিন্তার সঙ্গে প্রিয়তম পুত্রের চিন্তাও প্রবল হইয়া উঠিল। অনেকদিন হইল পুত্রকে ছাড়িয়া দূরদেশে আসিয়াছি, পুত্রের জন্য চিত্ত একটু আন্দোলিত হইল। এই সকল কারণেই আমি স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিলাম। চিত্রপট ও খেলনা, প্রকাণ্ড পর্ব্বত ও মনোহর পাহাড়, এ সকলই ত বাহিরের জিনিষ, এ সকলই ত ক্ষণস্থায়ী, অনন্ত শান্তিনিকেতনের যাত্রীর পক্ষে এ সকলই ত অসারের অসার। অতি ক্ষুদ্র কীট আমি এই পৃথিবীর ধূলায় গড়াইতেছিলাম, কৃপা করিয়া প্রভু পরমেশ্বর ধরিয়া তুলিলেন, মুক্তির আশা প্রাণে জাগাইয়া দিলেন। আত্মন্! একবার জাগ। একবার জাগিয়া দেখ, পৃথিবীর সামান্য খেলাধূলায় ভুলিয়া পরম ধনকে চিনিতেছ না। যেখানে অনন্ত আলোক, অনন্ত জীবন, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত শান্তি বিরাজিত, সেই মুক্তিধামে যাইবার পক্ষে যাহাতে সাহায্য করে না এমন অসার বস্তুর মায়ায় আর ভুলিয়া থাকিও না। হৃদয় প্রস্তুত করিবার ভার সম্পূর্ণ প্রভু পরমেশ্বরের হস্তে। করুণাময় প্রভো, অধম অযোগ্য সন্তানকে প্রস্তুত কর! প্রভো, অনন্তকাল তোমারই কৃপার জয় হউক!"

"জন হাউয়ার্ড"

হাউয়ার্ড স্বদেশ যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধেক পথ যাইতে না যাইতেই তাঁহার অসুখ বাড়িয়া উঠিল; সুতরাং ইতালীর দক্ষিণাংশের উষ্ণ জল বায়ু সেবন করা তাঁহার পক্ষে

একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। তিনি অর্দ্ধেক পথ হইতে আবার দক্ষিণ দেশে ফিরিয়া চলিলেন। ফ্লোরেন্স এবং রোমের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি কৌশলের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত মোহিত হইল। বিসুবিয়স পর্ব্বত, নেপলস্, লেগহরন্, পিসা, এবং ভিনিস্, পরিদর্শন করিয়া তিনি প্রকাণ্ড আল্‌প্স পর্ব্বত পার হইলেন; এবং টাইরলের মনোহর দৃশ্যের মধ্য দিয়া মিউনিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মিউনিক নগরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতির পরে হাউয়ার্ড রাইন নদী পার হইয়া রটারডমে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথা হইতে জলযানে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কারডিংটনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক গ্লানি তখনও দূর হয় নাই, তিনি নানা রোগের যন্ত্রণায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি আপন গৃহে থাকিয়া যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন তদ্বিষয় অবগত হইলে তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে।

হাউয়ার্ড স্বভাবতঃই অনেক কথা কহিতে ভাল বাসিতেন না। প্রায় সারাদিনই গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রবিবার প্রায়ই আহার করিতেন না, কখন মণ্ডপী বা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া সমস্ত দিন আধ্যাত্মিক ভাবে মগ্ন থাকিতেন। রবিবারে তিনি একাকী একটী ঘরে বসিয়া নির্জ্জন উপাসনায় দিন যাপন করিতেন, তদ্ভিন্ন সপ্তাহের অন্যান্য দিনে পরিবারের আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া সকালে বিকালে নিয়মিতরূপে পারিবারিক উপাসনা করিতেন। মিতাচারী নিরামিষভোজী হাউয়ার্ডের গৃহে মদ্যমাংসের গন্ধও

ছিল না। তোষামোদ এবং প্রশংসা তিনি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। যদি কখন কোন ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন সৎকার্য্যের উল্লেখ করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বিরক্তির সহিত "এই এক খেলা" এই বলিয়া অন্য কথা পাড়িতেন। লোকের প্রশংসা তিনি যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, লোকের নিন্দাতেও সেই-রূপ তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

রোগের অশেষ যন্ত্রণায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব বিচলিত হয় নাই, পত্নীবিয়োগের অসহ্য শোকানলে তাঁহার মুখের প্রসন্নতা মলিন হয় নাই; তিনি হর্ষ শোকে, নিন্দা প্রশংসায় কখন অধীর হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধানে অবিশ্বাসী হন নাই।

জীবনের নূতন ব্রত।

এ পর্য্যন্ত আমরা হাউয়ার্ডের জীবনের যে সকল ঘটনা বর্ণন করিয়াছি, সে সকল ঘটনা সচরাচর অনেক বড় লোকের জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন, পরদুঃখে কাতর হইয়া যথাসাধ্য পরোপকার সাধন করিতেছিলেন, জ্ঞানান্বেষণে রত হইয়া মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এইরূপ জীবন একভাবে দেখিতে গেলে অতি সুন্দর এবং অতি মূল্যবান্। কিন্তু যে প্রভূত শক্তি লইয়া মহাত্মা হাউয়ার্ড এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,

—ইউরোপের একটী বিশেষ কল্যাণসাধনের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে যে বিশাল হৃদয় ও অদম্য উৎসাহ দিয়াছিলেন—সেই অন্তর্নিহিত অসাধারণ শক্তির বিকাশোপযোগী কোন মহৎ কার্য্য-ক্ষেত্র এখনও হাউয়ার্ডের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই।

কিন্তু মঙ্গল-বিধাতা তাঁহার অনুগত ভৃত্যকে যথাসময়ে স্বয়ংই উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র দেখাইয়া দেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হাউয়ার্ড বেডফোর্ডশায়ারের প্রধান শেরিফের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদ তাঁহার সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অদম্য কার্য্যশীলতা, জ্বলন্ত উৎসাহ ও জীবন্ত পরহিতৈষণার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল। এতদিনের পরে হাউয়ার্ডের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র মিলিল, উন্নতির পথ পরিষ্কার হইল এবং জীবনের লক্ষ্য স্থির হইল।

বেড্‌ফোর্ড কাউণ্টির শেরিফপদে অভিষিক্ত হইয়া হাউয়ার্ড আপন পদের গুরুতর দায়িত্ব বিশেষরূপে বুঝিয়া লইলেন। বেডফোর্ডের কারাগার সকল ও কারাবাসিগণের অবস্থাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিল। তিনি যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই মর্ম্মভেদী ঘটনা সকল অবগত হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, বেডফোর্ড জেলে বন্দীদিগকে রাখিবার নিমিত্ত দুইটী কারাগৃহ রহিয়াছে,এই ঘর দুইটী সমতল ভূমি হইতে সাত আট হাত নিম্নে, সুতরাং এই সকল ঘরের মেজে ও প্রাচীরগুলি যে অতিশয় আর্দ্র হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গৃহগুলি একে আর্দ্র, তাহাতে পরিষ্কার বায়ু গমনাগমনের উপযুক্ত গবাক্ষাদি না থাকায় গৃহস্থিত বায়ু

[ষিত হইয়া উঠিত, এবং হতভাগ্য বন্দিগণকে এই সকল দুর্গন্ধ-
ময় অন্ধকূপ-সদৃশ কারাগারের সিক্ত মেজেতেই শয়ন করিয়া
রাত্রি কাটাইতে হইত। একটি "অন্ধকূপ হত্যার" বিবরণ পাঠ
করিয়া আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে, কিন্তু বেডফোর্ডের
ন্যায় কারাগারে যে কত অন্ধকূপ হত্যা হইয়া গিয়াছে, কে তাহা
গণনা করিবে?

বেডফোর্ড জেলে পুরুষ ও রমণী উভয়ের জন্য একটী মাত্র
উঠান ছিল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী জেল একত্র থাকায়
ঋণদায়ে যাহারা কারারুদ্ধ হইত, তাহাদিগকেও গুরুতর অপরাধি-
গণের ন্যায় একই প্রকার শাসনের অধীনে থাকিতে হইত।
ঋণী ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া শারীরিক দণ্ড প্রভৃতি
জেলের অশেষ অমানুষিক অত্যাচার সকল সহ্য করিত এবং
সৌভাগ্যক্রমে যদিও বা সে মহাজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া
কারামুক্ত হইবার কোন পন্থা করিতে পারিত, তথাপিও সে
মুক্তি পাইত না,—সে অত্যাচারী জেল-দারোগার পূজার জন্য
সাত আট শিলিং কোথায় পাইবে? অপরাধীর দশাও তদ্রূপ
ছিল; আপীলে খালাস পাইয়াও শুদ্ধ জেল-দারোগাকে উৎকোচ
প্রদানে অসমর্থ হওয়াতে অনেক অভাগাকে কারাবাসে থাকিয়া
অকালে কালগ্রাসে পড়িতে হইত।

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া হাউয়ার্ডের হৃদয় ফাটিয়া গেল।
তাঁহার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি, তাঁহার সমস্ত
সম্পত্তি, তাঁহার উচ্চ পদের সমস্ত প্রভাব সকলই তিনি এই
হতভাগ্য কারাবাসিগণের দুঃখাপনোদনে ব্যয় করিতে
কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বেডফোর্ডের কারাগার দেখিয়া প্রথমে

তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে, এরূপ নৃশংসতার আবাসভূমি জঘন্য কারাগার বুঝি ইউরোপে আর কোথাও নাই। এই সন্দেহ ভঞ্জন ও কারাগারসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার মানসেই তিনি ইংলণ্ডের অপরাপর কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার পরিদর্শনের ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত কারাবিবরণগুলি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, সেই সময়ের কারাগারগুলি কি ভয়ঙ্কর স্থান ছিল। কারাগার পরিদর্শনোদ্দেশে বহির্গত হইয়া সর্ব্বাগ্রে হাউয়ার্ড লিষ্টারের জেলে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন, ঋণদায়ে কারারুদ্ধ হইয়া অনেক হতভাগ্য দরিদ্র লোক লিষ্টারের অন্ধকূপ সদৃশ আর্দ্র কারাগারে নানা ক্লেশে দিন কাটাইতেছে। এই কারাগার মৃত্তিকার নিম্নে নির্ম্মিত। কারাগারের অভ্যন্তরে বায়ু ও আলো প্রবেশের নিমিত্ত দুইটী মাত্র গর্ত্ত ছিল; বড় গর্ত্তটী কোনও ক্রমে বার বর্গ ইঞ্চির অধিক হইবে না!

নটিংহাম নগরে হাউয়ার্ড দেখিলেন, স্থানীয় জেলটী একটী পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত। বন্দিগণের মধ্যে যাহারা প্রচুর পরিমাণে টাকা দিতে সমর্থ হইত,তাহারাই কেবল কারাগারের কুড়ি পঁচিশটী সিঁড়ির নিম্নে বাসস্থান পাইত। দরিদ্র লোক-দিগের ভাগ্যে সেরূপ স্থান মিলিত না, উপযুক্ত অর্থপ্রদানে অক্ষম হওয়াতে তাহারা প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটী সিঁড়ির নিম্নে বাসগৃহ পাইত। হাউয়ার্ড যখন এই কারাগার পরিদর্শন করেন, তখন ২১ ফুট দীর্ঘ, ৩০ ফুট প্রস্থ এবং ৭ ফুট উচ্চ গহ্বরের ন্যায় একটী স্থানে বন্দিগণ দিনরাত্রি অবরুদ্ধ থাকিত। কঠিন

পাহাড় কাটিয়া এই সকল গহ্বর নির্ম্মাণ করা হইত। হাউয়ার্ড দেখিলেন, হতভাগ্য বন্দিগণ জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ নানা ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া দুঃখময় জীবন অবসান করে। কারাবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও অনেক দুর্ভাগ্য লোককে শুদ্ধ দারিদ্র্যদোষে বন্ধনদশায় যাবজ্জীবন ক্ষেপন করিতে হয়। হাউয়ার্ড লিচ্‌ফিল্ডের জেলে গিয়া দেখিলেন, ঘরগুলি অতিশয় সংকীর্ণ, উঠান নাই, বন্দিগণের শয্যায় খড় নাই, পানীয় জল নাই।

গ্লষ্টারের জেলে দেখিতে পাইলেন, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জন্য একটী উঠান এবং দিনের বেলা বিশ্রামের জন্য একটী মাত্র ঘর আছে; দেওয়ানী জেলের বন্দিগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই, গৃহে বায়ু প্রবেশের জন্য প্রাচীরের মধ্য দিয়া একটী গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গর্ত্তের মধ্য দিয়া কখনও কখনও পবন ও সূর্য্যদেবের কৃপা সামান্য পরিমাণে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। সমস্ত জেলটী জীর্ণাবস্থায় পরিণত, কতকাল যেন চুণকাম করা হয় নাই। বন্দিগণের শয়নগৃহের বিপরীত দিকে গোময় ইত্যাদি নানারূপ ময়লা স্তূপাকারে সঞ্চিত রহিয়াছে। হাউয়ার্ড যে বৎসর এই কারাগার পরিদর্শন করেন, তাহার পূর্ব্ব বৎসর একপ্রকার সংক্রামক জ্বরে অনেক বন্দী এই কারাগারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

সলস্‌বরির জেলেও দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় জেলের বন্দিগণের জন্য একটী উঠান, এবং দিনের বেলা বিশ্রামের জন্য একটী মাত্র ঘর দৃষ্ট হইল। জেলের ফটকের ঠিক বহির্দ্দেশে প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন একটী লোহার কড়ার মধ্য দিয়া

প্রকাণ্ড এক লৌহ শৃঙ্খল প্রবিষ্ট হইয়া দুই দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঋণদায়ে কারারুদ্ধ হতভাগ্য বন্দী উক্ত শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া টাকার গেঁজে, মৎস্য ধরিবার জাল, জুতা বাঁধিবার ফিতা ইত্যাদি অনেক জেল-জাত পণ্য দ্রব্য পথিকের নিকট বিক্রয় করিতেছে।

ঈশ্বর-পরায়ণ জন্ বনিয়ান্ বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত বেড্‌ফোর্ড জেলে অবরুদ্ধ হইয়া অনেককাল যেরূপ অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন এবং বেড্‌ফোর্ডের জেলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই বিবেক-পরায়ণ সাধুকে যে প্রকারে পথিকগণের নিকটে জেলের পণ্যদ্রব্য সকল বিক্রয় করিতে হইত; সলস্‌বারীর জেলে ঋণদায়ে যাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। এই জেলে আর একটী অমানুষিক রীতি প্রচলিত দেখিয়া হাওয়ার্ডের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে জেলের বন্দীদিগকে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া নগরের ভিতরে ভিক্ষা করিতে প্রেরণ করা হইত। কাহারও হাতে টাকার বাক্স, কাহারও হাতে খাদ্যদ্রব্য রাখিবার চুপড়ি দিয়া হতভাগ্যগণকে শৃঙ্খলবদ্ধ মালের গাঁথা সাজাইয়া পর্ব্বের দিন বাহির করা হইত।

ইয়র্কের কারাগারের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। জেলের উঠানটী অতিশয় সংকীর্ণ। জেলের ভিতরে জল না থাকায় জেলের চাকরদিগকে বাহির হইতে জল আনিতে হইত। সুতরাং জেলের ভিতরের আবর্জ্জনা ও ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করা আর ঘটিয়া উঠিত না, এবং সেই জন্য জেলের বায়ু সর্ব্বদাই দূষিত হইয়া থাকিত। তৎকালে অনেক জেলেই বায়ু

ও আলোক প্রবেশ করিবার ভাল বন্দোবস্ত ছিল না; জেলের ফটকের উপরে আট ইঞ্চি দীর্ঘ, চারি ইঞ্চি প্রশস্ত, একটী গর্ত্তের মধ্য দিয়াই বায়ু ও আলোক সচরাচর জেলের ভিতরে প্রবেশের পথ পাইত। কোনও কোনও জেলে এক ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট পাঁচ ছয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রদ্বারাই গবাক্ষের কাজ চলিয়া যাইত। সাড়ে সাত ফুট দীর্ঘ, এবং সাড়ে আট ফুট উচ্চ গৃহে একশত চৌদ্দ ঘনফুট বায়ু থাকিতে পারে, এবং একজন লোক এইরূপ ঘরে থাকিয়া সচরাচর ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবন-ধারণোপযোগী বায়ু পাইতে পারে; কিন্তু এইরূপ সংকীর্ণ গৃহে হতভাগ্য বন্দিগণের তিন চারি জনকে শীতকালের রাত্রিতে চৌদ্দ পনর ঘণ্টা পর্য্যন্ত কুলুপ বন্ধ করিয়া রাখা হইত, এবং আর্দ্র গৃহতলে সামান্য খড় বিছাইয়া অভাগাদিগকে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে হইত। ইয়র্কের জেলে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জন্য একটীমাত্র শুশ্রূষালয় থাকায় বড়ই অসুবিধা ঘটিত। কেন না, যখন কোনও পুরুষ রোগাক্রান্ত হইয়া শুশ্রূষালয় অধিকার করিয়া থাকিত, তখন কোনও রমণী পীড়িতা হইলে তাহার আর তথায় যাইবার সুবিধা থাকিত না। আবার রমণী পীড়িতা হইয়া যদি অগ্রে শুশ্রূষালয় অধিকার করিত, তবে পুরুষকেও সেইরূপ ক্লেশ পাইতে হইত। হাউয়ার্ড যখন এই জেলটী পরিদর্শন করিতে যান, তখন তাঁহার সমক্ষেই এইরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তৎকালে ব্রিটনের জেল সমূহে একরূপ কারা রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। অকস্মাৎ একজন পুরুষ এই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইল। শুশ্রূষালয়টী পূর্ব্ব হইতেই এক হতভাগিনী রমণী

অধিকার করিয়া রহিয়াছিল, কাজেই হতভাগ্য পীড়িত বন্দীকে নিজের দুর্গন্ধযুক্ত ঘরে থাকিতে হইল। এই সকল কারণেই ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি দেশের জেল সমূহে মৃত্যুর সংখ্যা ভয়ানক অধিক ছিল।

এইত গেল ইয়র্কের জেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; এখন এলির কারাগারের দুর্দ্দশার কথা কিছু বর্ণন করা যাউক। এলির কারাগারের বাড়ীটি দেখিবামাত্রই উক্ত কারাবাসিগণের দুর্দ্দশার প্রথম চিত্র দর্শকের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইত। হাউয়ার্ড দেখিলেন, বাড়ীটি এতদূর জীর্ণাবস্থায় পতিত হইয়াছে যে, কখন্ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হয় তাহার ঠিক্ নাই। বন্দিগণের জীবন নিরন্তর সংশয়ের দোলায় দুলিতেছে, অভাগাগণ কখনও নিরাশার গভীর তিমিরে নিমগ্ন হইয়া আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছে; আবার কখনও বা আশার মোহিনী উষালোকে বিভাসিত হইয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেছে। এত গেল বাহিরের কথা; পাঠক, এখন একবার হতভাগ্য কয়েদীদিগের প্রকৃত দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করুন,—একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, মানুষ মানুষের প্রতি কতদূর অত্যাচার, কতদূর নৃশংস ব্যবহার করিতে পারে! পাষণ্ড রক্ষকগণ বন্দীদিগের পৃষ্ঠে লৌহ শৃঙ্খল বাঁধিয়া অভাগাগণকে অনাবৃত গৃহতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। প্রেকপূর্ণ লৌহগলাবন্ধ গলায় পরাইয়া এবং ভারি ভারি লৌহখণ্ড পায়ের উপরে চাপাইয়া দুর্ভাগ্য কয়েদীদিগকে জীবদ্দশায় ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রাখা হইত। কি ভয়ানক ব্যাপার! কি অমানুষিক ব্যবহার!

শুধু কি এইরূপ শারীরিক নির্যাতনেই অভাগাদের যন্ত্রণা পর্য্যবসিত হইত? হায়! মানুষের প্রতি মানুষ যে এতদূর অত্যাচার করিতে পারে, ইহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! রক্ষকগণ বেতন পাইত না, সুতরাং বন্দীদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে নিষ্পেষণ করিয়া পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিত। অমানুষিকতার দ্বারা মানুষ যতদূর নীত হইতে পারে, পাষণ্ড কারারক্ষকগণ ততদূর অগ্রসর হইতে ত্রুটি করে নাই। কঙ্কালসার দেহবিশিষ্ট বন্দীদিগের রক্ত শোষণ করিয়া পিশাচ রক্ষকগণ উদর পূরণ করিত। তৎকালে প্রায় অনেক জেলে, বিশেষতঃ এলির জেলে রোগীর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের বন্দোবস্ত ছিল না, সন্তপ্তহৃদয় হতভাগ্য কারাবাসীর হৃদয়ের শান্তির জন্য কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত ছিলেন না। কি অপরাধী, কি ঋণদায়ে আবদ্ধ বন্দী, কাহারও অন্নবস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সংস্থান ছিল না। জলহীন বায়ুহীন সংকীর্ণ ঘরে অপরাধিগণ আবদ্ধ থাকিত। ঋণদায়ে যাহারা অবরুদ্ধ হইত, তাহাদের দশা তদপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয়; তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামাগার ছিল না, এমন কি শয়ন করিবার জন্য দুটী খড়ের বন্দোবস্তও ছিল না। যেখানে সেখানে, এদিকে সেদিকে, বিনা খড়ে আর্দ্র মেজেতেই অভাগাগণকে অনেক সময়ে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতে হইত। হাউয়ার্ড স্বচক্ষে এই সকল দেখিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, ব্রিটনের কারাগার সকল নৃশংসতার আকর, পাপের প্রতিমূর্ত্তি; বন্দিগণ কারাগারে প্রবেশ করিবার সময়ে যত পাপ লইয়া প্রবেশ করে, কারামুক্ত হইয়া আসিবার সময়ে তাহার শতগুণ পাপ লইয়া আইসে এবং

সমাজ মধ্যে সেই পাপব্যাধি সংক্রামিত করিয়া সমাজের নির্ম্মল বায়ু কলুষিত করিয়া ফেলে।

হাউয়ার্ড দেখিলেন, কারাগার সকল সংশোধনাগার না হইয়া পাপাগার হইয়া পড়িতেছে, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এই সকল কারাগার হইতে সমাজের যে পরিমাণে ইষ্ট হইতেছে, তাহার শত গুণ অনিষ্ট হইতেছে।

হাউয়ার্ডের আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। তিনি কারাসংস্কাররূপ মহাব্রত সাধন করিবার জন্য কারাগার হইতে কারাগারান্তর ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও নিঃস্বার্থ প্রেমের সুসমাচার অচিরকালমধ্যে পার্লেমেণ্ট মহাসভার কতিপয় সভ্যের কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। কারাগারের শোচনীয় অবস্থা নিবন্ধন যে স্বদেশের শাসনপ্রণালী কলঙ্কিত হইতেছে, এবং জন্মভূমির কীর্ত্তিকলাপ লোপ পাইতেছে, অনেকের মনেই এইরূপ উজ্জ্বল বিশ্বাস জন্মিল। কারাগারের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য ত্বরায় একটি কমিটি নিযুক্ত হইল। উক্ত কমিটি হাউয়ার্ডের নিকটে কারাগার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার জীবন্ত উৎসাহপ্রভাবে পার্লেমেণ্টের নিদ্রাভঙ্গ হইল, স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ উদ্দীপিত হইলেন, এবং তাহাতে তাঁহার নিজের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

কারা সংস্কার আরম্ভ।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হাউয়ার্ড পুনরায় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লণ্ডন হইতে তিনি উত্তর দিকে কারলাইল পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলেন। যেখানে গেলেন, সেখানেই কারাবাসীদিগের শোচনীয় অবস্থা এবং অত্যাচার সমভাবে বিরাজমান দেখিতে পাইলেন। তিনি কারাগারের যে সমুদায় নৃশংসতার কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে। একস্থানের কারাগারের বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিয়াছেন,—"যখন আদেশক্রমে সেই গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল, তখন কলিকাতাস্থ অন্ধকূপের বিষয় যাহা পড়িয়াছি, তাহাই আমার মনে হইতে লাগিল।"

তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন সময়ে আরো পাঁচটী কারাগার দর্শন করিলেন। লণ্ডনে আসিয়াও তাঁহার বিশ্রাম নাই। যিনি মনুষ্যের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহার কি নিজের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় থাকে ? তিনি গৃহে আসিয়াও স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। লণ্ডনের একস্থানের কারাগার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "বন্দিগণ নানারূপ খেলায় রত থাকিত এবং বাজার হইতে কশাই এবং অন্যান্য লোক আসিয়াও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত। সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা কি ২টা পর্য্যন্ত বন্দিগণ মদ্যপানে মত্ত থাকিত,—" ইত্যাদি। এই সকল বর্ণনায় জানা যায় যে, তখন কার্য্যাধ্যক্ষেরাই কারাস্থিত

মদের দোকান এবং অন্যান্য জঘন্য আমোদ প্রমোদের কর্ত্তা ছিল, এবং তাহা হইতে যে লাভ হইত, তাহা তাহারাই গ্রহণ করিত। এইরূপ নানা স্থানের বর্ণনা পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তখন কারাগারে গিয়া অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদের জঘন্যতা আরো বৃদ্ধি পাইত।

ইহার পর তিনি ওয়েল্‌সের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের প্রায় সমুদায় কারাগার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও অকাতর পরিশ্রমের প্রশংসা করিয়া একমুখে শেষ করা যায় না। পাঠক! একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, এক শতাব্দী পূর্ব্বে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা ছিল। তখন দ্রুতগামী বাষ্পীয় যান ছিল না, রাস্তাঘাটও এত সুগম ছিল না। সেই পার্ব্বতীয় দেশে এইরূপ অবস্থায় পদব্রজে ভ্রমণ করা সহজ কথা নহে। ইহার পর তাঁহাকে কত সময় অনাহারে ও অনিদ্রায় যাপন করিতে হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হাউয়ার্ডের শারীরিক স্বাস্থ্য এত কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত না হইলেও তিনি অকাতরে এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, এবং এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করেন, ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। "ধার্ম্মিকেরা যেমন ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেইরূপ ধর্ম্মও ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে।"

এই অমূল্য উপদেশ হাউয়ার্ডের জীবনে জীবন্তভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৭৭৪ সালের শরৎকালে হাউয়ার্ড পুনর্ব্বার কারানুসন্ধান কার্য্যে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইলেন। এবার অনেকগুলি জেল পরিদর্শন করিয়া অবশেষে প্লিমথের জেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্লিমথের জেলের বিষয়ে তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অপরাধীদিগের জন্য বার হাত দীর্ঘ, ছয় হাত প্রশস্ত এবং প্রায় চারি হাত উচ্চ একটী ঘর ছিল। বায়ু ও আলোক প্রবেশের নিমিত্ত ফটকের উপরে দেড় হাত দীর্ঘ আধ হাত প্রশস্ত একটী গবাক্ষ ছিল। এই গৃহে তিনটী দ্বীপান্তরিত কয়েদী তিন মাস পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ ছিল। হাউয়ার্ডের পরিদর্শনকালে এই হতভাগ্যত্রয়ের একজন প্রাণের ক্লেশে হাউয়ার্ডকে বলিল যে, এইরূপ নরক সদৃশ স্থানে চিরদিন আবদ্ধ থাকিয়া দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা প্রাণদণ্ডও তাহার পক্ষে সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়। জল নাই, নর্দ্দমা নাই, শয়নের খড় নাই, বেড়াইবার জন্য একটু জমি নাই, হতভাগ্যগণ কারাগারের অভ্যন্তরে পচিয়া গলিয়া মরিতেছে—কি ভয়ানক অত্যাচার!

এ যাত্রায় প্রায় দুই মাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া হাউয়ার্ড বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অবকাশের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। দুই মাসের মধ্যে তিনি প্রায় পঞ্চাশটী কারাগার পরিদর্শন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং এই পঞ্চাশটী কারাগার পরিদর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে পনেরটী দেশ

পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। দুই মাস পরে তিনি কার্ডিংটনে ফিরিয়া আসিয়া স্বগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। উৎসাহই যাঁহাদের প্রাণ, প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছাই যাঁহাদের জীবনের নিয়ামক, তাঁহাদিগকে কি অধিক দিন শারীরিক দুর্ব্বলতার অধীন থাকিয়া দিন কাটাইতে হয়? প্রাণরূপী ভগবান যাহাকে বলবিধান করেন, তাহাকে জরা মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না, রোগশোকের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হয় না, নিরুৎসাহের জড়তায় জীবন্মৃত থাকিতে হয় না। ১৭৭৪ সাল শেষ হইতে না হইতেই হাউয়ার্ড নবোৎসাহে সবল হইয়া উঠিলেন এবং ইয়র্ক, ল্যাঙ্কেষ্টার, ওয়ারউইক প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া জীবনব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

১৭৭৫ সালের প্রারম্ভে তিনি স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড দেশের কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। এই দুটী দেশ পরিদর্শন করিয়া তিনি তাঁহার পরিদর্শনের ফল লিখিয়া গিয়া থাকিবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন হস্তলিপি পাওয়া যায় নাই। গ্লাস্গো নগরের লোকেরা হাউয়ার্ডের অভূত-পূর্ব্ব লোকহিতৈষণার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নগরবাসিগণ তাঁহাকে "নগরের স্বাধীনতা উপহার" রূপ বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।*

* ইহা একটী বিশেষ সম্মানের চিহ্ন। এ স্থলে "নগরের স্বাধীনতা" শব্দের অর্থ কতকগুলি বিশেষ অধিকার। যাঁহাকে কোন নগরবাসী কর্ত্তৃক এই সম্মান প্রদত্ত হয়, তিনি ঐ নগর সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করেন।

এই সময়েই হাউয়ার্ড ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান কারাগার সমূহের অবস্থা নিরূপণ করিয়াছিলেন। কারাগারের ভীষণ অত্যাচারের বিষয়ই যে তিনি কেবল অবগত হইয়াছিলেন এমত নহে; সুশিক্ষা ও সুশৃঙ্খলার অভাবে কারাগারগুলি যে প্রকৃত সংশোধনাগার না হইয়া পাপাগার হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিয়াছিল।

কারাগার সমূহের ভীষণ অত্যাচার দেখিয়া অনেকদিন হইতেই হাউয়ার্ড চিন্তা করিতেছিলেন, কারাগারের এই সকল দুরবস্থার কথা শাসনকর্ত্তাদের কাণে তুলিবেন কি না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জেলের অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনিলে জেলের দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইবে, হতভাগ্য বন্দিগণের কল্যাণ হইবে। তিনি জেলের দুর্দ্দশা যতই দেখিতে লাগিলেন, বন্দিগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ যতই শুনিতে লাগিলেন, ততই এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যগ্র হইলেন।

তিনি তাঁহার জেল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সাধারণের নিকট পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার জীবন্ত জন-হিতৈষণা তাঁহাকে এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিল; তিনি জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত এই নূতন ব্রত সাধনে নিযুক্ত হইলেন। উৎসাহী লোকেরা সাধারণতঃ যেরূপ অপরিণামদর্শী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, অসাধারণ উৎসাহশীল হইয়াও হাউয়ার্ড সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বিশেষ বিচার না করিয়া কোন কার্য্যে হাত

দিতেন না এবং অসহিষ্ণু হইয়া কোন কার্য্য সমাধা করিতেন না। তিনি প্রতি পদে চিন্তা করিতেন এবং বিশ্বাসের সহিত সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিধাতার ইচ্ছা বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। তিনি এইরূপ চিন্তাশীল ও বিবেক-পরায়ণ লোক বলিয়াই এ পর্য্যন্ত তিনি যতগুলি জেল পরিদর্শন করিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, একমাত্র তাহারই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। এ সম্বন্ধে যতদূর জানা যাইতে পারে, যত ঘটনা সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া তিনি এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এইরূপ স্থির করিলেন। তদনুসারে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তিনি ইউরোপের নানা প্রদেশীয় জেল সমূহ পরিদর্শনোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ফরাসীদেশের রাজধানী পারিস নগরে পৌঁছিয়া বাষ্টাইল কারাগার পরিদর্শন করিতে গেলেন। তিনি জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন না বটে, কিন্তু বাহির হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথায় যেরূপ ভীষণ অত্যাচার বিদ্যমান দেখিলেন, এ পর্য্যন্ত ইউরোপের অন্য কোনও কারাগারেই সেরূপ দেখিতে পান নাই। যাহাহউক তিনি পারিসের অপরাপর জেলে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন এবং তিন চারিটী জেল পরিদর্শন করিয়া দেখিলেন যে, তাহার প্রত্যেকটীরই অবস্থা গ্রেটব্রিটেনের জেল অপেক্ষা অনেক ভাল; ইহা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে একটুকু আশার সঞ্চার হইল। এই সকল জেলের শাসন-প্রণালী একটু কঠোর হইলেও যেরূপ শৃঙ্খলা ও সুনীতির সহিত ইহাদের কার্য্য

সম্পাদিত হইতেছিল তাহাতে হাউয়ার্ড ফরাসী দেশবাসী নরনারীগণকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

বাস্তবিক বন্দিগণের স্বাস্থ্য ও নীতি রক্ষার প্রতি হাউয়ার্ড ফরাসীদিগের যেরূপ মনোযোগ ও যত্ন দেখিলেন, ব্রিটেনের কোনও জেলেই সেরূপ দেখিতে পান নাই। পারিসনগরস্থ কয়েকটী জেলের বিষয়ে তিনি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, "এখানকার জেলের সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; রোগের প্রাদুর্ভাব নাই; একটী কয়েদীর পায়েও শৃঙ্খল নাই; ইংলণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জেলের কয়েদীগণ অপেক্ষাও এস্থানের কয়েদীগণ অধিক পরিমাণে আহার্য্য পাইয়া থাকে।" পারিস নগর পরিদর্শন করিবার পর হাউয়ার্ড ব্রুসেল, ঘেণ্ট, রটারডম্ প্রভৃতি নগরের জেলগুলি পরিদর্শন করিয়া আমষ্টারডম্ চলিলেন। এই সকল নগরের জেলের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া হাউয়ার্ড বড়ই সুখী হইলেন; বিশেষতঃ আমষ্টারডম্‌নগরে ঋণদায়ে অতি অল্প লোকই বন্দিভাবে রহিয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আমাষ্টাররডম্ নগরের লোক-সংখ্যা পঁচিশ সহস্র। হাউয়ার্ডের পরিদর্শনকালে এই নগরস্থ জেলে ঋণদায়ে আঠার জন মাত্র বন্দিদশায় ছিল। অন্যান্য জেলে অপরাধীর সংখ্যা অপেক্ষা ঋণদায়গ্রস্ত বন্দীর সংখ্যা বড় কম নয়; কিন্তু এই নগরে এত অল্প সংখ্যক লোক ঋণদায়ে কারারুদ্ধ ছিল যে, হাউয়ার্ড কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার কারণ অবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনুসন্ধানদ্বারা ইহার তিনটী গুরুতর কারণ প্রাপ্ত হইলেন।

প্রথমতঃ—ঋণ আদায় করিতে অসমর্থ হইয়া মহাজন যদি ঋণীকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে জেলে রাখিতে চাহিতেন, তবে তাঁহাকে ঋণীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইত।

দ্বিতীয়তঃ—ঋণদায়ে কারাগারে প্রেরিত হওয়া লোকে বড়ই অপমান বলিয়া মনে করিত।

তৃতীয়তঃ—আমষ্টারডম্ নগরবাসী প্রায় সকল শ্রেণীর, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ভবিষ্যতে বড় হইয়া খাওয়া পরার সংস্থান করিতে পারে এরূপ কোন কার্য্য শিক্ষা করিত।

এইরূপ সুশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল বলিয়াই নগরবাসিগণের আত্মমর্য্যাদার প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল এবং আত্মমর্য্যাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি ছিল বলিয়াই ঋণদায়ে অতি অল্প লোকই কারারুদ্ধ হইত।

"স্পাইনিঙ্গ হাউস" নামক আমষ্টারডম্ নগরস্থ আর একটী জেলের বিষয় হাউয়ার্ড যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং কারাগারকে আর কঠোর শাসনাগার বলিয়া মনে হয় না। এই কারাগার নারীজাতির জন্য। বন্দিনীগণ জেলের রক্ষককে "পিতা" এবং রক্ষকপত্নীকে "মাতা" বলিয়া ডাকিত। তাহারা প্রতিদিন প্রাতে ৬টা হইতে ১২টা, এবং অপরাহ্ণে ১টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত "মাতার" চতুর্দ্দিকে শান্তভাবে বসিয়া বিবিধ প্রকার কর্ম্ম করিত। হাউয়ার্ড যখন এই জেলে প্রবেশ করেন তখন বন্দিনীগণ কর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়া মধ্যাহ্নভোজন করিতে যাইতেছিল। সকল রমণীই পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন হইয়া একটী সুসজ্জিত ভোজনগৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে বসিবার অনেকগুলি আসন এবং বসিয়া ভোজন করিবার জন্য দুইটী টেবিল ছিল। সকলে আসন গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই রক্ষকমহাশয় ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে দণ্ডায়মান হইতে অনুমতি করিলেন। সকলে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইল। গৃহটী গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইল। কয়েদীগণের মধ্যেই একজন অতি শান্ত ও মৃদুভাবে পাঁচ ছয় মিনিটকাল বাইবেল গ্রন্থ হইতে একটী প্রার্থনা পাঠ করিল। তদনন্তর সকলে প্রফুল্লভাবে উপবেশন করিল এবং আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া আহার করিতে লাগিল। এক একটী পাত্রে চারিজনের প্রচুর আহার সামগ্রী ছিল। হাউয়াড দেখিলেন, চারিজনে একটা পাত্রের সামগ্রী খাইয়া শেষ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য মাখন ও রুটী লইয়া উপস্থিত হইল এবং সমানভাবে সকলকে এক এক টুকরা রুটী ও তদুপযুক্ত মাখন পরিবেশন করিয়া চলিয়া গেল।

কয়েদীগণের "জননী" রক্ষকপত্নী বাইবেল সম্মুখে করিয়া একখানি চৌকিতে বসিয়া তাঁহার সুখী পরিবারের কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

নরকে স্বর্গের ছবির ন্যায় জেলে এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া হাউয়ার্ডের হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, প্রেমের সহিত এইরূপ শাসন করিয়া পতিত নরনারীগিণের চরিত্র সংশোধন করাই কারাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বাস্তবিক এইভাবে অপরাধিগণের সংশোধন হইলে আর পাপ ও অপরাধের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

আমষ্টারডম্ হইতে হাউয়ার্ড জর্ম্মনিদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং তথাকার অনেকগুলি জেল পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিলেন। জর্ম্মনিদেশের জেলে কয়েদীগণের পরিশ্রমের সময় সকালে দুই ঘণ্টা এবং বিকালে দুই ঘণ্টা। জর্ম্মনিদেশে একটী জেলের ফটকের উপরে একখানি গাড়ী খোদিত রহিয়াছে। দুটী হরিণ, দুটী সিংহ এবং দুটী বনবরাহ সে গাড়ীখানিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; এই ছবিটীর ভাব প্রকাশ করিয়া ইহার পার্শ্বে একখানি প্রস্তরে উজ্জ্বলাক্ষরে একটী বিবরণ লিখিত রহিয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, বন্য-জন্তুকেই যখন পোষ মানান যায়, তখন বিপথগামী নরনারী-গণকে সুপথে ফিরাইয়া আনা কিছুই অসম্ভব নহে, এবং এইরূপ কার্য্যে নৈরাশ্যের কোনও কারণই বিদ্যমান নাই। হাউয়ার্ড দেখিলেন, ইউরোপের প্রায় সকল জেলেই বন্দিগণকে কোনও না কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হয়;—গ্রেট ব্রিটেনের জেলের হতভাগ্য কারাবাসিগণের ন্যায় অনাহারে শুইয়া বসিয়া শরীর মনের অসহনীয় ক্লেশে দিন যাপন করিতে হয় না। ফরাসী, জর্ম্মনি প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশের কারাগারের অবস্থা গ্রেটব্রিটেনের কারাগার অপেক্ষা সহস্রগুণে উন্নত। কঠিন পরিশ্রম সংশোধনের একটী প্রধান উপায়, এ সত্যটী অন্যান্য দেশের লোকেরা তখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কয়েদীগণ দিনের বেলা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে কর্ম্ম করিতে বাহির হইত, মাটি কাটিয়া পথ বাঁধিত, পথ পরিষ্কার করিত, পাথর কাটিত, এবং আরও কত প্রকার মজুরের কর্ম্ম করিয়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিত। নানারূপ অপরাধ করিয়া

বন্দিগণ একদিকে যেমন সমাজের অনিষ্ট করিত, অপরদিকে তেমনি কঠিন পরিশ্রমদ্বারা সেই অনিষ্ট ও উপদ্রবের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিত। কয়েদীগণের দ্বারা কর্ম্ম করাইবার প্রথা প্রচলিত হওয়াতে কয়েদীগণ ও দেশের রাজা উভয়েরই সমান উপকার হইতে লাগিল। কয়েদীগণকে খাটাইবার ফল এই হইল যে, দেশের যে শ্রেণীর লোকেরা সচরাচর অপরাধ করিয়া কারাগার পূর্ণ করিত, সেই শ্রেণীর লোকেরা বন্দিদশায় থাকিয়া নানা কাজ অভ্যাস করিবার অবকাশ ও সুযোগ পাইতে লাগিল, সুতরাং কারামুক্ত হইয়া খাওয়া পরার সংস্থান করিতে আর তাহাদিগকে অসদুপায় অবলম্বন করিতে হইত না। জেলের তত্ত্বাবধায়কগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, শারীরিক পরিশ্রমের সুফল ফলিতেছে, অপরাধিগণের চরিত্রগত দোষ সংশোধিত হইতেছে। যাহাতে ইংলণ্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের কারাগারগুলিতে কয়েদীগণকে খাটাইবার প্রথা প্রচলিত হয়, যাহাতে তত্রত্য কারাগারের নিয়মপ্রণালী উচ্চ নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য হাউয়ার্ডকে বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইল, এবং তাঁহারই পরিশ্রমের গুণে অচির কালমধ্যে শাসনাগার সংশোধনাগাররূপে পরিণত হইল।

পৃথিবীর অনেক বড় লোকই আপনাদের অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া পৃথিবীতে কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। হাউয়ার্ড সে শ্রেণীর বড় লোক ছিলেন না। যে সকল কাজে পৃথিবীর প্রকৃত কল্যাণ হয়, নরনারীর দুঃখ দুর্গতি মোচন হয়, সংসারের হাহাকার ঘুচিয়া যায়, আড়ম্বরহীন ভাবে সেইরূপ কার্য্য সাধন করিতে করিতেই তিনি ইহ-

লোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি কারাগার হইতে কারাগারান্তরে গমন করেন নাই, কারাগারের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া ও হতভাগ্য কারাবাসিগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়াই তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যের অবসান করেন নাই।

তিনি কাজের লোক ছিলেন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, কর্ত্তব্য সাধন করিতে না পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। জেলের দুর্দ্দশা দেখিয়া, কারাবাসিগণের রোদন শুনিয়া তিনি প্রাণপণে তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য খাটিয়া জীবনের অবসান করিলেন।

ধন্য জন হউয়ার্ড! তুমি কারাসংস্কারের যে মহৎ ব্রত সাধনে স্বীয় জীবন ঢালিয়া দিয়াছিলে, দুঃখী নরনারীগণের কল্যাণের জন্য খাটিয়া শরীর ক্ষয় করিয়াছিলে, আজ তোমার সেই পরিশ্রমের ফল, সাধুতার ফল, আত্মোৎসর্গের ফল, শুধু ইউরোপের লোক কেন, সমস্ত পৃথিবীর লোক ভোগ করিতেছে, এবং হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার উপহার তোমার স্মরণার্থ অর্পণ করিয়া ধন্য হইতেছে! আজ তুমি পৃথিবীতে নাই, কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা দেখিয়া অবাক্ হইতেছে যে, তোমার মত এবং প্রণালী অনুসারে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কারাগারই গঠিত হইয়াছে, এবং কারাগারে যে উদারনীতি প্রবর্ত্তনের জন্য তোমার এত অর্থ সামর্থ্য নিয়োজিত হইয়াছিল, প্রায় সকল দেশের অর্থনীতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণই সেই নীতি অবাধে কারাগারে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। কারাবাসিগণকে নানা প্রকার পাপের দাসত্ব ও দুর্ব্বলতার কঠিন

নিগড় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তুমি যে শরীরের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষয় করিয়াছিলে, আজ আমরা দেখিয়া ধন্য হইতেছি যে, তাহারই ফলে কারাগারে ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছে, তাপিত হৃদয়ের সান্ত্বনার জন্য ধর্ম্মপুস্তকের সুস্নিগ্ধ বাক্য সকল প্রযুক্ত হইতেছে। তোমারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পরদুঃখকাতর কত শত নরনারী অযাচিত ভাবে কারাগার হইতে কারাগারান্তরে যাইয়া কারাবাসিগণকে রোগে শুশ্রূষা, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সদুপদেশ ও নিরাশায় আশা প্রদানদ্বারা ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন। ধন্য মহাত্মা জন হাউয়ার্ড! তুমিই প্রকৃত বিশ্বজনীন প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছিলে; ধন্য ইংলণ্ড, তুমি এমন মহাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছ!

বিদেশীয় জেল পরিদর্শন করিয়া হাউয়ার্ডের মনে এই প্রতীতি জন্মিল যে, ইংলণ্ডের লোক অপেক্ষা ইউরোপের অন্যান্য দেশীয় লোকেরা জেলের শাসন প্রণালী অনেক ভাল বুঝেন এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়াই তিনি এবার স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আর একবার ইংলণ্ডের কারাগার সমূহের অবস্থা পরিদর্শন করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা জন্মিল এবং তদনুসারে তিনি কতিপয় কারাগারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন। এইবার তিনি ভাল করিয়া বিদেশীয় কারাগারের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। ইংলণ্ড দেশের কারাগারগুলি পরিদর্শন করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি স্থির করিলেন, আর এক-

বার ইউরোপের কতিপয় কারাগার পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইবেন, এবং এক একটী কারাগার দুই তিনবার পরিদর্শন করিয়া কারাগার সম্বন্ধে যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে ততদূর করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন,—এই মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া তিনি আর একবার বিদেশ যাত্রা করিলেন।

কি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা! এইরূপ বিবেকপরায়ণতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা না থাকিলে কি আর তাঁহার দ্বারা এরূপ অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইত?

এ যাত্রায় তিন বৎসরকাল রোগে শোকে, সুখে দুঃখে, অসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় অবিশ্রান্ত খাটিয়া তিনি বিশেষরূপে কারাগারের অবস্থা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে প্রায় ১৩,৪১৮ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

"সাধু ইচ্ছা যার পরমেশ্বর স্বয়ং তার সহায়" এই সার সত্যে বুক বাঁধিয়া তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়াছেন। যে সকল স্থান রোগের আকর,—সংক্রামক রোগের উৎপত্তি স্থল,—যেখানে রোগের উৎপাতে জেলের রক্ষকগণও সর্ব্বদা অস্থির, হাউয়ার্ড নিঃশঙ্কচিত্তে তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, সংক্রামক রোগাক্রান্ত নরনারীর গাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, অথচ নীরোগ দেহ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংক্রামক রোগ তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই;—তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বদাই বাহিরের সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল।

ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের জেল সকল পরিদর্শন করিয়া হাউয়ার্ড যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সংক্ষিপ্ত লিপিগুলি এতদিন নানা স্থানে বিশৃঙ্খল ভাবে ছিল। এবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেই সকল মূল্যবান্ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিবরণগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার বন্ধু তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ডাক্তার প্রাইসকে দেখিতে দিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রাইস দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিলেন এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে "কারাগারের অবস্থা" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ সুসভ্য ইংলণ্ডের সাহিত্য সমাজে প্রকাশিত হইল। মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে হাউয়ার্ডের বন্ধু রেভারেণ্ড ডেন্‌হ্যাম এবং ডাক্তার একিন হাউয়ার্ডকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থ বাহির হইবামাত্র দেশের সর্ব্বত্র ভয়ানক আন্দোলন উত্থিত হইল। যে জগতের বিষয়ে এতদিন সাধারণ লোকেরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল, যে জগৎ এতদিন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই জগৎ এখন আবিষ্কৃত হইল। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থের সুখ্যাতি দেশময় পরিব্যাপ্ত হইল। গ্রন্থের ভাষা ওজস্বিনী, বিবরণগুলি করুণরসোদ্দীপক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় পরিপূর্ণ, অথচ গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বোধ হয় ঘটনাগুলি সত্য—গ্রন্থের প্রত্যেক পংক্তি যেন উজ্জ্বল সত্যালোকে রঞ্জিত—বর্ণনার নূতনত্ব ও গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও অতিশয়োক্তির লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থখানি ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইল, কিছুদিন ধরিয়া হাটে

বাজারে গ্রন্থের সমালোচনা হইতে লাগিল। হাঁউয়ার্ডের সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইল, গ্রন্থখানি ইংলণ্ডবাসী নরনারীগণের সামাজিক জীবনের উপরে এক ভয়ানক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া ইংলণ্ডের জনসমাজে এক নবযুগের সৃষ্টি করিল। ইংলণ্ডের ন্যায় সুসভ্য দেশেও যদি মহাত্মা হাউয়ার্ডের রচিত কারাবিবরণের আদর না হইত, তবে আর কোথায় হইত কি না গভীর সন্দেহের বিষয়।

এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন সময়ে হাউয়ার্ডকে কিছুকাল ওয়ারিংটনে বাস করিতে হইয়াছিল। শীত ঋতুর মধ্যভাগে গ্রন্থখানি যন্ত্রস্থ হয়। গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য হাউয়ার্ডকে কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। রাত্রি দুইটার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইতেন। তদনন্তর প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ করিয়া লিখিতে বসিতেন। প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত লিখিয়া কিছু আহার করিতেন। আহারের পরে পোষাক পরিয়া দিনের অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। প্রাতে আটটার সময়ে তাঁহার প্রেসে যাওয়ার নিয়ম ছিল। ঠিক্ আটটার সময়ে নিয়মিতরূপে প্রেসে যাইয়া মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। একটার সময়ে যন্ত্রের কম্পোজিটার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ আহারাদি করিতে যাইত, হাউয়ার্ডও তখন বাসায় চলিয়া আসিতেন। বাসায় আসিয়া কিছু রুটি এবং শুষ্ক ফল জামার পকেটে লইয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইতেন। এই সময়ে প্রত্যহই তাঁহার একটু বেড়াইবার নিয়ম ছিল। চলিতে

চলিতে সন্ন্যাসীর ন্যায় ফল রুটি খাইতেন এবং পথের পার্শ্ববর্ত্তী কুটীরবাসী দরিদ্র লোকদিগের নিকট হইতে এক গ্লাস শীতল জল চাহিয়া খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। এই ভাবেই তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজন সমাহিত হইত। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া কখনও কখনও তিনি কোন বন্ধুর বাড়ীতে যাইতেন এবং মনোহর কথাবার্ত্তায় দুই এক ঘণ্টাকাল শান্তিতে কাটাইয়া শ্রান্তি দূর করত প্রেসে ফিরিয়া আসিতেন। ইতিমধ্যে প্রেসের লোকেরাও আহারাদি করিয়া প্রেসে আসিত। বন্ধু বান্ধবের সহিত দিনের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা কাল আমোদ আহ্লাদ করা হাউয়ার্ডের একটী বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। তিনি এইরূপ কাজে যে কেবল সুখ পাইতেন এমত নহে, ইহাকে অতি পবিত্র কাজ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সৌজন্য ও সুমিষ্ট সামাজিক ব্যবহারের গুণে তিনি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহাকে প্রথমতঃ দেখিলে বৈরাগ্যপ্রধান কঠোরপ্রকৃতির লোক বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যিনি তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার সুমিষ্ট প্রীতিপ্রদ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মধুর চরিত্রের সৌরভে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া প্রেসের লোকেরা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইত; হাউয়ার্ড তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রেস হইতে বাহির হইতেন এবং তাঁহার বন্ধু ডাক্তার একিন ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত একত্রিত হইয়া মনের সুখে সায়ংকাল

কাটাইতেন। তথা হইতে বাসায় ফিরিয়া গিয়া চা খাইতেন; তদনন্তর সায়ংকালীন প্রার্থনা সমাধা করিয়া শয়ন করিতেন এবং প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রার সুখ সম্ভোগ করিয়া রাত্রি থাকিতেই গাত্রোত্থান করিতেন। দুর্ব্বল শরীরে, পারিবারিক নানারূপ শোক দুঃখের মধ্যে পতিত হইয়াও কেমন করিয়া হাউয়ার্ড তাঁহার অসাধারণ জীবনব্রত সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাল্যকাল হইতেই পান ভোজন, শয়ন ভ্রমণ, বিশ্রাম ও পরিশ্রম প্রভৃতি সকল কার্য্যেই তিনি আশ্চর্য্য মিতাচারী হইয়া চলিতেন। অমিতাচার অতি পাপের কার্য্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি অতিরিক্ত ভোজন ও সুরাপান তুল্যাপরাধ বলিয়া মনে করিতেন, এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অধিক রাত্রিতে শয়ন এ উভয়ই অতি দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই রূপ আশ্চর্য্য মিতাচার ও উজ্জ্বল কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল বলিয়াই বোধ হয় অদম্য উৎসাহ, অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত তিনি কারাসংস্কারের ন্যায় দীর্ঘকালব্যাপী মহাব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কি মন্ত্র সাধন করিয়া মহাযোগী জনহাউয়ার্ড সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা জানিতে হইলে ভক্তির সহিত তাঁহার নিজ মুখের কথা শুনিতে হয়। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"ইচ্ছা যদি সাধু হয়, প্রাণ যদি সরল হয়, তবে কখনও কোনও কার্য্য অসম্পন্ন থাকে না। কাজ যতই মহৎ হউক না কেন, যতই কঠিন হউক না কেন, শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া

চলিতে চায়; প্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং তাহার সহায় হন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।” হাউয়ার্ডের এই কথাগুলি জীবন্ত হইলেও নূতন নহে, পৃথিবীর প্রত্যেক বিশ্বাসী ভক্ত সন্তান এই কথায় সায় দিয়া গিয়াছেন। এই সত্যই মানবের সকল উন্নতির মূল, এই মহাসত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মৃতবৎ দুর্ব্বল মানব সিংহের বল পাইতেছে, মূর্খ জ্ঞানী হইতেছে, পথের ফকির অতুল সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরের নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে।

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হাউয়ার্ডকে অকস্মাৎ লণ্ডনে আসিতে হইল। তাঁহার একটীমাত্র ভগ্নী ছিল। ভাই ভগ্নীতে এক প্রাণ। হাউয়ার্ড শুনিলেন, তাঁহার স্নেহের পুত্তলি ভগিনীটী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা রহিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র অত্যন্ত ব্যস্ততা সংকারে হাউয়ার্ড লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, তিনি ভগিনীর প্রেম মুখের সেই জ্যোতিঃ আর দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার সেই মধুমাখা সম্ভাষণ শুনিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পারিলেন না। ভগ্নীর শোক হাউয়ার্ডের শোকাহত হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিল বটে, কিন্তু তিনি সকল অবস্থাতেই মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতেন, বিশ্বাসনয়নে সকল ঘটনায় তাঁহার মঙ্গল হস্ত বিদ্যমান দেখিয়া আশ্বস্ত হইতেন।

পার্লিয়ামেণ্টের অনুরোধে পুনরায় ইউরোপের কারাগার পরিদর্শন।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে সবিস্তারে বলা হইয়াছে যে, হাউয়ার্ডের গ্রন্থ অতি অল্পকালের মধ্যেই সাধারণের মনে এক ভয়ানক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। যে দেশে সাধারণের মত রাজার মতকে নিয়মিত করে, যে দেশে দেশের লোকই দেশশাসনে সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজা বা রাণীর অস্তিত্ব মাত্র সার, সে দেশের শাসনকর্ত্তারা যে হাউয়ার্ডর গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? বলা বাহুল্য যে অল্পদিনের মধ্যেই পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ ও রাজ-কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মন্ত্রিগণ ইংলণ্ডের কারাসংস্কার কার্যে বিশেষ মনোযোগী হইলেন, হাউয়ার্ডের গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ ছিল, তাঁহারা সে সকল বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সার উইলিয়ম ব্লাকষ্টোন ও মিষ্টার ইডেন নামক দুই ব্যক্তি দ্বারায় এ সম্বন্ধে একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করিতে হইলে অনেক কাণ্ড কারখানা করিতে হইবে বলিয়া, এ সম্বন্ধে পালিয়ামেণ্টের সভাদ্বয়ে বিশেষ আলোচনা ও বাগ্‌বিতণ্ডা হইবার পূর্ব্বেই এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে যে প্রণালী অনুসারে মহাদেশীয় কারাগারসমূহ সংস্কৃত ও সুরক্ষিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে আরও তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক হাউয়ার্ডের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাহা যথে

বলিয়া বিবেচিত হইল না। সুতরাং হাউয়ার্ডকে পুনর্ব্বার মহাদেশীয় কারাগার পরিদর্শনে বহির্গত হইতে হইল। ১৭৭৮ সালের এপ্রেল মাসে তিনি হলণ্ড গমন করিলেন, আমষ্টারডমে পৌছিবার দুই এক দিন পরেই একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। হাউয়ার্ড রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটা অশ্ব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ভূমিশায়ী করিল। তিনি ভয়ানক আঘাত পাইলেন, কয়েকদিন পর্য্যন্ত তিনি চলৎশক্তিরহিত হইলেন। আঘাতজনিত দেহের দুর্ব্বিষহ যাতনানিবন্ধন শীঘ্রই তাঁহার জ্বর হইল। জ্বর ক্রমশঃই কঠিন আকার ধারণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে তাঁহার জীবনসংশয় হইয়া উঠিল। জগৎ-পতির গূঢ় নিয়ম, গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। তখনও হাউ-য়ার্ডের জীবনের কাজ শেষ হয় নাই, যে মহাব্রত সাধনে হাউয়ার্ড জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তখনও তাহা সম্পন্ন হয় নাই, সুতরাং হাউয়ার্ড অকালে মরিবেন কেন? প্রায় দেড় মাসকাল অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া তিনি আরোগ্যলাভ করি-লেন। একটু সবল হইয়াই তিনি পুনর্ব্বার স্বকার্য্য সাধনে রত হইলেন। হেগ্, রটারডম্, গণ্ডা প্রভৃতি নানা স্থানের জেল পরিদর্শন করিয়া তিনি কিছুই নিন্দনীয় দেখিলেন না; যেরূপ প্রণালীতে বিদেশীয় জেলগুলি শাসিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া বরং শাসনকর্ত্তাদিগের ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিয়াই বোধ হইল। হলণ্ড হইতে তিনি জর্ম্মণিতে পৌছিলেন। জর্ম্মণিতে পৌছিয়া সর্ব্বাগ্রে অস্নাবর্গ ও ব্রান্সউইক নগরস্থ কারাগারগুলি পরিদর্শন করিলেন। এই সকল কারাগারের অবস্থা কোন অংশে ইংলণ্ডের কারাগার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, বরং কোনও

কোনও স্থানের অবস্থা ইংলণ্ডের অবস্থা অপেক্ষাও অতি হীন ও শোচনীয়। পরিদর্শনকালে হাউয়ার্ড একটী জেলে দেখিলেন, একজন হতভাগ্য বন্দী লোহার শিকল পায়ে পরিয়া সেই শিকলদ্বারাই প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার মলিন মুখশ্রী দেখিলেই তাহার অসহ্য যাতনার বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে।

অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়ানা নগরে উপস্থিত হইয়া হাউয়ার্ড বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হইলেন। রাজা ও রাজমন্ত্রিগণ হাউয়ার্ডের সহিত একত্রে আহারাদি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অনেক স্থলেই হাউয়ার্ড মর্য্যাদার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন। তিনি সকলকেই বিনীতভাবে বলিতেন, "আমার কাজ বড় কঠিন, দায়িত্ব বড় গুরুতর, কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া অন্য কার্য্যে এক বিন্দু সময় ক্ষেপণ করাও আমার পক্ষে বিধেয় নহে। অনেক মিনতি করিয়াও তিনি সার, আর, মারীকিৎ নামক রাজদূতের নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। মারীকিৎ কোন আপত্তি শুনিলেন না। হাউয়ার্ড রাজদূতের হাত এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং নিয়মিত সময়ে তাঁহার ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন। হাউয়ার্ডের সহিত আরও কয়েকজন নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত লোক এক টেবিলে আহার করিতে বসিলেন। আহারের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি স্থানীয় জেলের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"এদেশে কয়েদীদিগকে ক্লেশ

দিয়া বিধ্বংশ করিবার অমানুষিক শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই, রাজার দয়া ও সুবিচারের গুণে দেশীয় জেলের অত্যাচার একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। হাউয়ার্ডের আর সহ্য হইল না। তিনি উত্তর করিলেন,—"ক্ষমা করিবেন, আপনাদের রাজা এক অত্যাচার নিবারণ করিতে যাইয়া অপর অত্যাচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে অত্যাচার পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহাই বরং অপেক্ষাকৃত সামান্য ও অল্পকালস্থায়ী। হতভাগ্য বন্দিগণকে কলিকাতার 'অন্ধকূপের' ন্যায় নরকগর্ত্তে নিক্ষেপ করা হয়, অভাগাগণ বৎসরাধিককাল দুঃসহ ক্লেশে দিনযাপন করিতে থাকে। ইহা অপেক্ষা ঘোর অমানুষিক অত্যাচার আর কি হইতে পারে ?"

হাউয়ার্ডের কথা শেষ হইবামাত্র রাজদূত অতিথিকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আর না, চুপ করুন, আপনার কথা রাজার কাণে পৌঁছিবে।"

হাউয়ার্ড ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কি ? পৃথিবীর মধ্যে এমন রাজা,এমন সম্রাট কে আছেন যাঁহার ভয়ে আমাকে সত্য গোপন. করিতে হইবে ? আমি আবার বলিতেছি, আপনি শুনুন এবং রাজা, সম্রাট যাহার কাছে আবশ্যক আমার এই কথাগুলি স্বচ্ছন্দে জ্ঞাপন করুন।" গৃহটী গভীর নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইল। একে অন্যের মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন এবং পরস্পর হাউয়ার্ডের অদম্য সৎসাহস ও সত্যানুরাগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।.

অষ্ট্রীয়া হইতে হাউয়ার্ড ইটালী দেশে উপস্থিত হইলেন। ইটালীর কারাগারগুলি খুব ভাল অবস্থায় দেখিবেন বলিয়া

হাউয়ার্ডের মনে আশা ছিল, কিন্তু তিনি ভেনিসন নগরস্থ সর্ব্ব-প্রধান কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, জেলের প্রায় তিন চারিশত কয়েদীর মধ্যে অনেকেই গভীর অন্ধকারময় গৃহে যাবজ্জীবন আবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু জেলের কয়েকটী অবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ডের মন আহ্লাদে পূর্ণ হইল। এতগুলি কয়েদীর মধ্যে হাউয়ার্ড একজনের পায়েও শিকল দেখিতে পাইলেন না। বন্দিগণ প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য ও শয়নের জন্য উত্তম শয্যা পাইয়া থাকে। ঘরগুলি অন্ধকারময় হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—জেলে কোনরূপ সংক্রামক রোগের উৎপাত নাই। অন্যান্য জেলের ন্যায় এ জেলে প্রাণদণ্ডের কোনরূপ নিষ্ঠুর প্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই। অন্য দেশে যেরূপ কুড়ালি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া শিরশ্ছেদন করা হয়, সেরূপ কোন পৈশাচিক রীতি এ স্থানে নাই। প্রাণদণ্ড প্রায়ই হয় না, কখনও প্রয়োজন হইলে অতি সহজেই কার্য্য সমাধা করিবার উপায় রহিয়াছে। প্রাণদণ্ড বিধান করিবার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে। এই ঘরে এমনি একটী কল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে যে সেই কলের সাহায্যে অক্লেশে শিরশ্ছেদন হইতে পারে।

অল্প দিনের মধ্যে হাউয়ার্ড আরও কতিপয় জেল পরিদর্শন করিয়া ফেলিলেন। এই সকল জেলের প্রত্যেকটীতে প্রায় চারি পাঁচটী ঘর আছে; ধর্ম্মোপদেষ্টার থাকিবার ঘর ও বন্দিগণের শয়নের উত্তম লোহার খাট রহিয়াছে। চিকিৎসালয়গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই সকল চিকিৎসালয়ের নিকটে সংসারত্যাগী তপস্বী ও তপস্বিনীগণের কয়েকটী আশ্রম

আছে। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ সেবা শুশ্রূষার গুণে পীড়িত নরনারী-গণ আশাতিরিক্ত দয়া ও যত্নের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎকালে ইউরোপে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকের প্রতি উদাসীন থাকিতেন; গরীব দুঃখীর কত প্রকারে অধোগতি হইতে পারে, বড় লোকদিগের মনে সে চিন্তা স্থান পাইত না। এই সকল ঘৃণিত, উৎপীড়িত ও পতিত নরনারীদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য হাউ-য়ার্ডকে কিনা করিতে হইয়াছে? এ যাত্রায় তিনি দুই সহস্র তিন শত ক্রোশ কি তদধিক পথ পর্য্যটন করিয়া ১৭৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পুত্রের সহিত কারডিংটনস্থ ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। বন্ধুগণের সহবাসে ও প্রাণাধিক পুত্রের যত্নে কয়েকদিন তিনি পরমসুখে বাস করিলেন। খ্রীষ্টের জন্মোৎসব পরমানন্দে অতিবাহিত হইল। পুত্রের অবকাশ ফুরাইয়া গেল; সুতরাং তাঁহার স্কুলে যাইবার সময় হইল; হাউয়ার্ডেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম সুখের অবসান হইল। তিনি আর একবার ইংলণ্ডের কারাগারগুলি পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। নগর হইতে নগরান্তরে, উপনগর হইতে উপনগরান্তরে অদম্য উৎসাহ ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমসহকারে ভ্রমণ করিয়া, অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ইংলণ্ডের অনেক-গুলি স্থান পরিদর্শন করিয়া ফেলিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া তিনি ইংলণ্ডের চতুঃসীমা পরিভ্রমণ করত এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বহুসংখ্যক কারাগার পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। গ্রেটব্রিটেন ও

সমগ্র ইউরোপের জেলগুলি পুনর্ব্বার পরিদর্শন করিয়া জেলের অবস্থাসম্বন্ধে হাউয়ার্ডের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিল। ইউরোপবাসী নরনারীগণ যাহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফললাভ করিয়া কারাসংস্কারের বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগ পান, এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত "কারাগারের অবস্থা" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। নিঃস্বার্থ পরিশ্রম কখনও বিফল হয় না। হাউয়ার্ডের মতানুসারে ইংলণ্ডের অপরাধিগণের সংশোধনের জন্য কেণ্ট, এসেক্স প্রভৃতি স্থানে যাহাতে কয়েকটী সংশোধনাগার সংস্থাপিত হইতে পারে, পার্লিয়ামেণ্ট সভা শীঘ্রই তজ্জন্য একটী আইন করিলেন এবং হাউয়ার্ডের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে এই সকল সংশোধনাগারের "প্রধান অধ্যক্ষ" উপাধি প্রদান করিয়া তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। কোনকালেই হাউয়ার্ড মানমর্য্যাদার ধার ধারেন নাই। এবারেও তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যের সহিত পার্লিয়ামেণ্ট প্রদত্ত এই সম্মান অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধু সারউইলিয়ম ব্লাকষ্টোন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে কিছুকালের জন্য তাঁহাকে উক্ত পদটী অগত্যা গ্রহণ করিতে হইল। ১৭৮০ সালে উইলিয়ম ব্লাকষ্টোনের মৃত্যু হইল, হাউয়ার্ডও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়া সকল দায়িত্ব হইতে অবসর লইলেন।

১৭৮১ সালের মে মাসে হাউয়ার্ড আবার ইউরোপীয় কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে রটারডমে পৌঁছিলেন। রটারডমের কোনও একটী

কারাগারে তখন কতকগুলি ইংরেজ কয়েদী ছিল। হাউয়ার্ডের পরিদর্শনকালে তাহাদের মধ্যে কয়েকজন জেল হইতে পলায়নের উদ্যোগ করা অপরাধে কঠিন বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হয়। এই সকল কয়েদী দাঁতের অসুখের ভাণ করিয়া কোন রসায়নবিৎ চিকিৎসকের নিকট হইতে এক প্রকার মিশ্রিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লয়। পরে আহারের দস্তার চামচ্ গালাইয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থের সঙ্গে একত্র করত লোহার এক প্রকার কঠিন চাবির ন্যায় পদার্থ সৃষ্টি করে। ঐ চাবির দ্বারা দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিবে, এইরূপ সুবিধা খুঁজিতেছে এমন সময়ে তাহাদের মধ্যে জনৈক ইংরেজ কয়েদী এই গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দেয়। সে হতভাগ্য কোন গুরুতর অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া অব্যাহতি পাইল। কঠিন কোড়া প্রহারে আর সকলের শরীরের চর্ম্ম ফাটিয়া দরদর ধারে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রটারডম হইতে ব্রিমেন,ডেনমার্ক সুইডেন প্রভৃতি দেশ দিয়া হাউয়ার্ড রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় একটী হোটেলে বাস করিতে লাগিলেন। হাউয়ার্ডের উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই নগরের চারিদিকে তাঁহার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। রুসদেশীয় মহারাজ্ঞী হাউয়ার্ডকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। হাউয়ার্ড স্বাভাবিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারের সহিত রাজ্ঞীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং যে রাজকর্ম্মচারী রাজ্ঞীর নিমন্ত্রণপত্র লইয়া হাউয়ার্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া

ছিলেন, হাউয়ার্ড তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন, "হতভাগ্য কারাবাসিগণের দুর্গন্ধময় অন্ধকূপ পরিদর্শন করিতেই আমার সময় হয় না ; রাজা রাণীর রাজপ্রাসাদ দর্শন করা আমার ভাগ্যে নাই।"

রুসিয়াদেশে প্রাণদণ্ডের নিয়ম নাই বলিয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র জনরব। রুসগবর্ণমেণ্টও সদর্পে ঘোষণা করিতেন যে, প্রাণদণ্ডের বিধি প্রচলিত করিয়া দেশীয় শাসনপ্রণালী ও জাতীয় গৌরব কলঙ্কিত করা মানুষের কর্ম্ম নয়। হাউয়া-র্ডের কিন্তু এ বিষয়ে মনে মনে গভীর সন্দেহ ছিল। তিনি অনু মান করিয়াছিলেন, হয়ত প্রাণদণ্ড নামটা পরিত্যাগ করিয়া ফলে সেইরূপ দণ্ডই স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এই সন্দেহ দূর করিবার অভিপ্রায়ে হাউয়ার্ড যাহাতে রাজকর্ম্ম-চারিগণের প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে জেলে প্রবেশ করিতে পারেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে জেলের সমস্ত অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, তজ্জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ক্রটী করিলেন না। কিন্তু জেলের অবস্থা দেখিয়া কিছুই অনুমান করা গেল না। হাউয়ার্ডের বুদ্ধি অন্যদিকে ধাবিত হইল, তাঁহার গভীর দূরদর্শন-শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিল।

হাউয়ার্ড শকটারোহণে ঘাতকের গৃহাভিমুখে চলিলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর ঘাতকের বাড়ী পৌঁছিলেন। ঘাতক অপরিচিত বিদেশীয় লোকের মুখশ্রী দেখিয়া কিছু ভীত হইল।

ঘাতকের চিত্তচাঞ্চল্য ও ভীতি বৃদ্ধি করণোদ্দেশে হাউ-য়ার্ড ভাবভঙ্গী, চাহনি ও কথাবার্ত্তার মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা

ও গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণ করিলেন। হাউয়ার্ড এমন ভাবে ঘাতককে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যেন তিনি বিশেষ কোন কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াই ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঘাতক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। হাউয়ার্ড বুঝিলেন, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে; তিনি ঘাতককে আশ্বাস দিয়া কহিলেন "সত্য কথা কহিতে ভয় কি? সত্য গোপন করিলে ভয়ের কারণ আছে বটে, কিন্তু সত্য কহিতে কাহাকেও ভয় করিও না।" ঘাতক একটু স্থির হইলে, হাউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি নাউট (Knout) * প্রহার করিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাহারও প্রাণ সংহার করিতে পার?"

ঘাতক বলিল, "হাঁ, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পারি।"

হাউয়ার্ডঃ—"কত অল্প সময়ের মধ্যে পার?"

ঘাতকঃ—"দুই এক দিনের মধ্যেই কাজ শেষ হইয়া যায়।"

হাউয়ার্ডঃ—"শীঘ্র কাহাকেও এইরূপ দণ্ড দিয়াছ?"

ঘাতকঃ—"সে দিনও আমার প্রহারে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।"

হাউয়ার্ডঃ—নাউটের (Knout) প্রহার এত সাজ্যাতিক হয় কেন বলিতে পার?"

ঘাতকঃ—"পার্শ্বে শক্ত করিয়া দুই এক ঘা মারিলেই বড় বড় মাংস খণ্ড নাউটের সঙ্গে কাটিয়া আইসে।"

হাউয়ার্ডঃ—"এইরূপ দণ্ড দিবার সময়ে তোমরা হুকুম পাইয়া থাক?"

* রুসদিগের দণ্ড দিবার যন্ত্র বিশেষ।

ঘাতকঃ—"আজ্ঞা হাঁ।"

১৭৮১ সালের আগষ্ট মাসে একটী পুরুষ ও একজন রমণী এই সাজ্যাতিক দণ্ডে দণ্ডিত হইবার সময়ে হাউয়ার্ড তথায় উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন। ফাঁশী দিয়া প্রাণসংহার করিবার পরিবর্ত্তে, অতি প্রাচীনকাল প্রচলিত নানারূপ অমানুষিক দণ্ডবিধানের ন্যায় কোড়াপ্রহার করিয়া, কুঠার ও কাষ্ঠখণ্ডে হাত পা ভাঙ্গিয়া, নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত নির্গত করাইয়া, রুস গবর্ণমেণ্ট অপরাধিগণের প্রাণবিনাশ করিয়া থাকেন। সেণ্টপিটার্স্‌বর্গের পুলিসের অধ্যক্ষ হাউয়ার্ডকে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র দেখাইলেন এবং কি কি প্রণালীতে এই সকল পৈশাচিক ব্যাপার সমাহিত হইয়া থাকে, তিনি তাঁহাকে তৎসম্বন্ধেও যথোচিত বিবরণ প্রদান করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রুস গবর্ণমেণ্টের প্রতি হাউয়ার্ডের বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিল। রুসিয়ার কারাগারের অবস্থা এত শোচনীয় হাউয়ার্ড পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন, রুসিয়ার কারাগারগুলি অনেক ভাল অবস্থায় দেখিতে পাইবেন এবং এই সকল কারাগারের সুব্যবস্থা দেখিয়া ইংলণ্ডের কারাগারের অবস্থা উন্নত করিবার পক্ষে অনেক সাহায্য পাইবেন; কিন্তু তিনি এক্ষণে সে আশায় সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইলেন। স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী, বালক বালিকা একস্থানে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পিশাচের ন্যায় অন্ধকার গর্ত্তে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে। জল নাই, বায়ু নাই, আলোক নাই; হতভাগ্য বন্দিগণ কত ক্লেশেই আয়ুক্ষয় করিতেছে! এই সকল দেখিয়া হাউয়ার্ড ভাবিলেন, রুসিয়ার কারাগারের অবস্থা

সর্ব্বাংশে ইংলণ্ডের অপেক্ষা অবনত। কারাসংস্কার বিষয়ে রুসিয়া জ্ঞানোন্নত ইংলণ্ডকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন হাউয়ার্ড রুসিয়ার কারাগারে এমন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ হইতে হাউয়ার্ড ক্রন্‌ষ্টাড প্রভৃতি স্থান হইয়া মস্কো উপনীত হইলেন। রুসিয়ার অন্তর্গত নানা স্থানের কারাগারের অবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, নানা পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও কিরূপে চিত্তের স্থৈর্য্য ও চরিত্রের মহত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিলে তাদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়।

—"মস্কো, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৮১।

"আশা করি' আমার ন্যায় ভিক্ষুকের দুই একটী কথা আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিবেন। যে অভিপ্রায়ে আমি এ দেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমার লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য আমাকে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভ্রমণকালে রাজপ্রাসাদ বা এমন কোন অদ্ভুত পদার্থ নয়নগোচর হয় নাই যে বিষয়ে লিখিলে বন্ধুদের মনে আনন্দ জন্মিতে পারে। তিন সপ্তাহের অধিককাল আমি সেণ্টপিটার্স্‌বর্গে অবস্থিতি করিয়াছি। এই নগরে অবস্থিতিকালে নগরবাসিগণ ও রাজপুরুষেরা এ দাসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু দাস সে সকলের উপযুক্ত নয় বলিয়া সমস্তই উপেক্ষা করিয়াছে। মস্কো যাত্রাকালে সঙ্গে একজন সৈন্য লইয়া আসিবার জন্য বড়ই অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহা-

দের এই শেষ অনুরোধও রক্ষা করিতে পারি নাই। পরমেশ্বরের কৃপায় এবং আপনাদের আশীর্ব্বাদে অতি দুর্গম পথে আড়াই শত ক্রোশ স্থান চলিতে আমার পাঁচদিনেরও কম লাগিয়াছে। ৫০ রুবেল অর্থাৎ প্রায় দশ গিনি ব্যয় করিয়া আমি একখানি ছোট গাড়ি ও দুইটী অশ্ব ক্রয় করিয়াছি। এই শকটে আরোহণ করিয়া আমি প্রতিদিন প্রায় দশ বার মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া থাকি। স্থানীয় লোকেরা বলেন, শীতে আমাকে বড়ই ক্লেশ পাইতে হইবে, হয়ত প্রাণসংশয় হইবে। আমি কিন্তু আমার কাজ শেষ না করিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই নগরের অনেক কারাগার ও হাঁসপাতাল এখনও আমার দেখা হয় নাই, আমার গ্রন্থখানি রুসীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার কথা হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক কাজ আছে, এই সকল কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতে হইবে। প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় আমি এখন সুস্থ শরীরে শান্ত মনে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতেছি। সেণ্টপিটার্স্‌বর্গ পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পূর্ব্বে কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন শয্যাগত ছিলাম। বোধ হয় পথ চলিয়াই শরীরের সমস্ত জড়তা ও গ্লানি দূর হইয়াছে।

"আমার বিশ্বাস, মানুষ যেস্থানে বাস করিয়াছে, মানুষ সেস্থানে বাস করিতে পারে। সুইডেন প্রভৃতি স্থানে বাস করা আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশকর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ক্লেশের অন্য কারণ আছে। এই সকল উত্তরদেশে ফল মূল আদৌ নাই, অল্প রুটী ও অল্প দুগ্ধ খাইয়া জীবন

ধারণ করা আমার পক্ষে বড়ই সুকঠিন। যাহাহউক মস্কো নগরে খাদ্য দ্রব্যের কোন অপ্রতুল নাই,—নানাবিধ ফলের মধ্যে আমার প্রিয় আনারস ও আলু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।" হাউয়ার্ডের এই চিঠিখানি পড়িলে তাঁহার জীবনের আড়ম্বরহীনতা, চরিত্রের দীনতা, ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য পালনে প্রাণের গভীর আনন্দের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে জানা যায়। হাউয়ার্ডের সেণ্টপিটার্স্‌বর্গে অবস্থিতিকালে একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। ঘটনাটী উল্লেখ-যোগ্য হইলেও হাউয়ার্ডের চিঠিতে তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। জেনারল বালগারটো নামক জনৈক উদারচেতা ব্যক্তি স্বীয় বদান্যতা ও জনহিতৈষণার গুণে রুসবাসী নরনারী গণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অনাথা যুবতী-গণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তিনি স্বদেশীয় লোকের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও স্বদেশীয় নরনারীগণের সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করণোদ্দেশে তিনি আরও অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বদেশবাসি-গণের হৃদয়ে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

স্বদেশবাসিগণ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটী বহুমূল্য স্বর্ণপদক উপহার প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হাউয়ার্ড তৎকালে সেণ্টপিটার্স্‌বর্গে উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল বালগারটো অতি বিনীতভাবে স্বদেশবাসিগণকে বলিলেন, "আপনাদের প্রীতিউপহার গ্রহণ করি আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু এই নগরে এমন একজন লোক বিদ্যমান আছেন, যাঁহার সমক্ষে আমার যৎসামান্য কার্য্যের

পুরস্কার করা আপনাদের পক্ষে সঙ্গত মনে করি না। এ কথা সত্য যে, আমি আপনাদের স্বজাতীয়, স্বদেশীয়, সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী বন্ধু। কিন্তু একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, শুদ্ধ আপনাদেরই হিতের জন্য। যে মহাত্মার কথা বলিতেছিলাম, তিনি জগতের কল্যাণের জন্য স্বীয় জীবন, যৌবন, ধন, মান সমস্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। কারাসংস্কার তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত, জগৎবাসীর রোগ শোক দূর করাও তাঁহার জীবনব্রতের অঙ্গীভূত। যদি সৎকার্য্যের পুরস্কার দেওয়াই আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, সাধুতার পূজা করাই যদি আপনাদের প্রাণগত ইচ্ছা হয়, তবে আমি বন্ধুভাবে আপনাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, আপনারা মহাত্মা জন হাউয়ার্ডকে এই স্বর্ণপদক উপহার দিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করুন।"

নগরবাসিগণ প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, তদনুসারে হাউয়ার্ডকে উক্ত উপহার প্রদত্ত হইল। এই ঘটনায় দেখা গেল যে, রুসিয়া দেশে অন্ততঃ এমন একজন উন্নতচেতা লোক ছিলেন, যিনি হাউয়ার্ডের মহৎ লক্ষ্য বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, হাউয়ার্ডের মহৎ ভাবের সহিত সহানুভূতি করিয়া তাঁহার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহৎ লোক ভিন্ন যে মহৎ লোকের আদর করিতে পারে না, সাধু না হইলে যে সাধুতার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিতে পারে না, এই ঘটনা তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পোলাণ্ড এবং সাইবিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া হাউ-

য়ার্ড প্রুসিয়া দেশে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। বার্লিন নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথাকার কারাগারের বিশেষ সংস্কার হইয়াছে, কারাগারগুলি দেখিলে বাস্তবিকই সংশোধনাগার বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অনাথাশ্রম প্রভৃতি অন্যান্য দরিদ্রাশ্রমের অবস্থা দেখিয়া হাউয়ার্ড বড়ই সুখী হইলেন। হাউয়ার্ড যখন বার্লিন পরিদর্শন করিয়া হানোভার যাইতেছিলেন, তখন পথে একটী সামান্য ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি যে রাস্তা দিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন. সেই রাস্তাটী এত অপ্রশস্ত যে এক সময়ে দুইখানি গাড়ি চলিয়া যাইতে পারে না; সুতরাং এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে যে, রাস্তার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে হইলে প্রান্তদেশে থাকিয়া শকটচালককে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে শব্দ করিতে হইবে। হাউয়ার্ডের গাড়োয়ান নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া গাড়ি চালাইয়া যাইতেছিল; পথে জনৈক রাজদূতের গাড়ির সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রুসিয়ার রাজপুরুষেরা সাধারণতঃ কিছু স্বেচ্ছাচারী। রাজদূত দেখিলেন, তাঁহার গাড়োয়ান নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে; সুতরাং আইন অনুসারে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু একে তিনি রাজদূত, তাহাতে আবার রাজধানীর নিকট দিয়া যাইতেছেন, তাঁহার প্রভুত্ব দেখে কে? তিনি হাউয়ার্ডের গাড়োয়ানকে গর্ব্বিতস্বরে আদেশ করিলেন, "গাড়ি ফিরাইয়া লও।" হাউয়ার্ড চিরকাল অত্যাচারীর শত্রু। তিনি রাজদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ নিয়মানুসারে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। রাজ দূতের ক্ষমতার উপরে আঘাত পড়িল, তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "আমার আদেশই নিয়ম, কল্যাণ

চাও ত এখনই ফিরিয়া যাও।” রাজদূত হাউয়ার্ডের, বিদেশীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, যখন দেশীয় লোকেরাই রাজপুরুষদের ভয়ে অস্থির হয়, তখন একজন বিদেশীয় লোক অবশ্যই ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। তিনি জানিতেন না যে, হাউয়ার্ড সে ধাতুর লোক নহেন, প্রাণ গেলেও ন্যায্য অধিকারের উপর কাহাকেও আক্রমণ করিতে দিবেন না। রাজদূত খানিক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দেখিলেন তাঁহার সকল কথা বায়ুতে মিশাইয়া গেল। শেষে অগত্যা তাঁহাকেই ফিরিয়া যাইতে হইল। হাউয়ার্ড অবাধে ক্ষুদ্র রাস্তায় অপর প্রান্তে যাইয়া পৌঁছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাধু মহাজনদের জীবনচরিত পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসত্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে তাঁহারা কদাপি ভীত হন নাই। অত্যাচারী যত বড়ই প্রবল পরাক্রমশালী লোক হউক না কেন সৎসাহসী সাধু ব্যক্তির নিকট অসত্য ও অসাধুতার পরাক্রম সর্ব্বদাই পরাভূত হইয়া থাকে। সত্যের এমনই একটা স্বাভাবিক শক্তি যে, যিনি সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, তিনি সত্য রক্ষার জন্য কাহাকেও ভয় করেন না। তিনিও কদাপি অন্যের ভীতির কারণ না হইয়া বরং অন্যের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিবারই সুযোগ পাইয়া থাকেন। একদা শুভায় নগরস্থ কারাগারের বন্দিগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া কারারক্ষকগণের মধ্যে দুই চারিজনকে হত্যা করিয়া ফেলে। ক্রমে কয়েদীগণ এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, রক্ষকগণ আর তাহাদের নিকট যাইতে সাহস পায় না। এই সময়ে হাউয়ার্ড তথায় উপস্থিত ছিলেন। হাউয়ার্ড

এই সকল ক্ষিপ্ত কয়েদীকে শান্ত করিবার জন্য জেলের ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ এবং জেলের কর্তৃপক্ষীয়েরা সকলেই তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সকলের অনুরোধই বিফল হইল। হাউয়ার্ড প্রফুল্লচিত্তে কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রায় দুই শত ক্রোধোন্মত্ত কয়েদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কয়েদীগণ "জন হাউয়ার্ড" নাম শুনিবামাত্রই কিয়ৎপরিমাণে শান্তভাব ধারণ করিল; এবং ক্রমশঃ হাউয়ার্ডের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের দুঃখের কথা জানাইতে লাগিল। অসভ্য বন্দিগণ বিলক্ষণ জানিত, হাউয়ার্ড তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনোদন করিবার জন্য কতদূর খাটিয়াছেন। এই সকল জ্ঞানহীন উন্মত্ত কয়েদীগণের অনেকে বালকের ন্যায় হাউয়ার্ডের সম্মুখে রোদন করিতে লাগিল। হাউয়ার্ড সস্নেহ বচনে তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। বন্দিগণ শান্ত হইল, সকল উৎপাত ঘুচিয়া গেল, জেলে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইল। সাধুতারই চরমে জয় হইয়া থাকে, এ সত্যে যাঁহার বিশ্বাস নাই তাঁহাদ্বারা জগতে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না—নরনারীর দুঃখ বিদূরিত হয় না, পৃথিবীতে প্রেম ও শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। হানোভারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখিয়া হাউয়ার্ড "অস্নাবর্গের বিশপকুমার" ডিউক্ অব ইয়র্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিশপের অধিকারের মধ্যে অতি অমানুষিক প্রাণদণ্ডের প্রণালী প্রচলিত আছে বলিয়া অতিশয় দুঃখ

প্রকাশ করিলেন। বিশপকুমার স্বরাজ্যের কোন সংবাদ রাখেন না, মন্ত্রিবর্গের হস্তেই সমস্ত শাসনকর্তৃত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি হাউয়ার্ডের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং সেই অমানুষিক শাস্তি কি প্রকারে দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে হাউয়ার্ডের মুখে বিস্তারিত রূপে শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হাউয়ার্ড কুমারের সহিত কথোপকথন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কুমার অতিশয় হৃদয়বান্ যুবক। সেই নিষ্ঠুর দণ্ডের কথা শুনিয়া পাছে কুমারের কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কা করিয়া হাউয়ার্ড কুমারের নিকট সেই শাস্তির বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত হইলেন। হাউয়ার্ড কুমারকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি তাঁহার মন্ত্রিগণ এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করেন তবে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হাউয়ার্ডের কথোপকথনের ফল এই হইল যে, কুমার প্রতিশ্রুত হইলেন, উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই এই ঘৃণিত শাসন-প্রণালী ও এই ভয়ঙ্কর দণ্ডাস্ত্র দেশ হইতে যাহাতে উঠিয়া যায় তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান্ হইবেন।

হানোভার হইতে যাত্রা করিয়া হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া হাউয়ার্ড লণ্ডন নগরে ফিরিয়া আসিলেন। খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের অল্পদিন পূর্ব্বেই তিনি লণ্ডনে পৌঁছিলেন। যাহাতে পুত্রের সহবাসে থাকিয়া এই উৎসব সম্ভোগ করিতে পারেন, এজন্য তিনি ত্বরায় লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া কারডিংটনে গমন করিলেন। উৎসবের পর হাউয়ার্ড পুত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, ইটনে থাকিয়া যুবক

হাউয়ার্ড শিক্ষালাভ করিবেন। কিন্তু হাউয়ার্ড যখন শুনিলেন যে, তথায় জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদত্ত হয় না, তখন তিনি তাঁহার বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিলেন এবং নটিংহামনিবাসী রেভারেণ্ড ওয়াকার নামক জনৈক সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ১৭৮২ সালের জানুয়ারি মাসে হাউয়ার্ড ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশের সমস্ত কারাগারগুলি আর একবার বিশেষভাবে পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন, এবং পূর্ণ এক বৎসরকাল অবিশ্রান্ত খাটিয়া ১৭৮২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ব্রিটিশদ্বীপ পরিদর্শন শেষ করিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার একটী দিনও অন্য কার্য্যে নিয়োজিত হয় নাই। আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত নানা বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি ব্রিটিশ দ্বীপগুলির চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইলে গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়া উঠে, অথচ সেই বিবরণগুলি দেওয়ার বিশেষ কোন প্রয়োজনও দেখা যাইতেছে না। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হাউয়ার্ডকে "দেওয়ানী আইনের ডাক্তার" ("Doctor of Civil law") এই উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল, ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এক বৎসরে হাউয়ার্ড চারি সহস্র ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্পেন এবং পর্টুগাল ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য সকল দেশীয় কারাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় হাউয়ার্ড অনেকবার পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

স্পেন এবং পর্টুগাল পরিদর্শন না করিলে ইউরোপ পরিদর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ; বিশেষতঃ দুইটী প্রধান দেশের শাসন-প্রণালী ও অবস্থার বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়, এই ভাবিয়া ১৭৮৩ সালের ৩১এ জানুয়ারি হাউয়ার্ড ফলমাউথ হইতে যাত্রা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে লিসবন নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। লিসবনের কারাগারের অবস্থা দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীত হইলেন। তথায় ঋণদায়ে কাহাকেও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় না, এই উন্নতির কথা শুনিয়া হাউয়ার্ড বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। অপরাধিগণ কারারক্ষকগণকে উপযুক্ত অর্থ দিতে না পারিয়া অনেক সময়ে মুক্তি লাভের নির্দ্দিষ্ট দিনে মুক্ত হইতে পারিত না ; এইরূপ দূষিত নিয়ম ও অত্যাচার পূর্ব্বে ইউরোপের সমস্ত জেলেই প্রচলিত ছিল। লিসবন নগরবাসী কতিপয় সহৃদয় দানশীল ব্যক্তির যত্নে উক্ত নগরে একটী দাতব্য সমিতি সংস্থাপিত হয়। বন্দিগণ অর্থ দিতে অসমর্থ হইয়া যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কালের অধিক কারারুদ্ধাবস্থায় না থাকে, অর্থাভাবে যাহাতে তাহাদিগকে কোনরূপ ক্লেশ ও অত্যাচার সহ্য করিতে না হয় এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া উক্ত সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। হাউয়ার্ড উক্ত সমিতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্বীয় পরহিতৈষণা ও বদান্যতা পরিতৃপ্ত করিবার একটী সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি লিমুরো নামক একটী কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সাত শত চুয়াত্তর জন অপরাধী এই কারাগারটী পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের প্রতিই সদ্ব্যবহার করা হয়। এই জেলের বালক ও বয়ঃপ্রাপ্ত কয়েদিগণের চরিত্র সংশোধন ও তাহা-

দিগকে কর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য জেলের অভ্যন্তরে একটী কারখানা ও একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথায় বালক বৃদ্ধে, প্রায় সহস্র লোক শিক্ষার্থ নিযুক্ত থাকিত। বিবেকের প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া, আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া কয়েকজন রমণী ও কতিপয় ধর্ম্মযাজক এই সময়ে কারানিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল ধার্ম্মিক লোকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ ছিল। হাউয়ার্ড দেখিলেন একটী গৃহে তিন জন রমণী ও ছয় জন ধর্ম্মযাজক কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে হাউয়ার্ড লিসবন হইতে বহির্গত হইলেন এবং স্পেনদেশীয় কতিপয় জেল পরিদর্শন করিয়া বেডাজস্ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জেলগুলি পরিদর্শন করিয়া হাউয়ার্ড দেখিলেন, এই বিখ্যাত নগরস্থ প্রায় সমস্ত কারাগারই সুনিয়মে শাসিত ও সুরক্ষিত হইতেছে। এই দেশীয় অন্যান্য নগর পরিদর্শন করিয়া ২৩এ জুন তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলেন এবং মাসাধিককাল বাড়ীতে থাকিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে আয়র্লণ্ড গমন করিলেন; এবং কিয়দ্দিবসান্তে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া স্বকৃত গ্রন্থ পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিবার বাসনায় ওয়াসরিংটনে বাস করিতে লাগিলেন।

হাউয়ার্ডের দৈনন্দিনলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বীয় জীবনের লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য তাঁহাকে ৪২,০৩৩ মাইল কি ততোধিক পথ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার লিপি পাঠ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে পাছে কাহারও ভ্রান্তি জন্মে এই আশঙ্কায় তিনি উপরোক্ত সংখ্যার নিম্নে এই কয়েকটী কথা যোগ করিয়া রাখিয়াছেন:—"ধন্য প্রভু পর-

মেশ্বর! তাঁর নাম মহিমান্বিত হউক্! জীবনের অনেক সুখ স্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া খেদ করি না, আমার প্রভু পরমেশ্বরকে হৃদয়ের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যে, তিনি এ দাসের মন এইরূপ কার্য্যে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।"

সংক্রামক ব্যাধি ও তৎপ্রতিকারের চেষ্টা।

১৭৮৩ সাল হইতে ১৭৮৫ সাল পর্য্যন্ত দুই বৎসরকাল হাউয়ার্ড স্থানান্তরে না গিয়া কখনও কারডিংটনে, কখনও বা লণ্ডনে থাকিয়া দিন যাপন করিতেন। ১৪।১৫ বৎসর কারাসংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া হাউয়ার্ডকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

যে মহা সাধনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে জীবন যৌবন, হৃদয় মন সমস্ত সমর্পণ করিতে হইয়াছিল সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করা হাউয়ার্ডের পক্ষে তত কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রের দুর্নীতি ও কদাচার দেখিয়া অনেকদিন হইতেই তিনি মনে মনে অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। কিন্তু অশান্তি ও নৈরাশ্যের ঘন মেঘের মধ্যে আশা কুহকিনী সৌদামিনীর ন্যায় কখনও কখনও প্রকাশিত হইয়া

হাউয়ার্ডের চিত্তকে সন্দেহের দোলায় দোলাইত; হাউয়াড মনে করিতেন, হয়ত বা সুদিন আসিবে। এই আশাটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই হাউয়াড ১৭৮৩ সালের প্রারম্ভে পুত্রকে এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লইয়া আসিলেন। পাপাচার করিতে করিতে পুত্রের উন্মত্ততা রোগ জন্মিয়াছিল। পুত্র কুসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পিতৃস্নেহে কারডিংটনস্থ উদ্যান বাটীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অতি-রিক্ত যত্ন ও স্নেহের সহিত প্রতিপালিত হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুত্রের ভাব ফিরিল, তাহার শারীরিক ও মান-সিক ব্যাধির কিয়ৎপরিমাণে উপশম হইল। যত্ন করিলে এখনও পুত্রের ভাল হইবার সম্ভাবনা আছে,—এখনও পুত্র ভাল হইয়া সমাজের উপকার করিতে পারে, এই আশা করিয়া হাউয়ার্ড কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেভারেণ্ড রবিন্‌সন্ নামক জনৈক ধার্ম্মিক লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুত্র কেম্ব্রিজের সেণ্ট জন্স্ কলেজে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের বিষয়ে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া হাউয়ার্ড পারিবারিক অন্যান্য গোলযোগ মিটাইয়া ফেলি-লেন। তাঁহার বন্ধু হুইটব্রেড সাহেব এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বন্ধুর সাহায্যে ও আত্মচেষ্টায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি ইউরোপের হাঁসপাতাল-গুলি পরিদর্শন ও সংক্রামক মারীভয়ের কারণ অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এতদিন হাউয়াড কেবল কারাগার পরিদর্শনে নিযুক্ত ছিলেন, সেখানে জীবনের বিশেষ কোন আশঙ্কা ছিল না। হাঁসপাতাল

পরিদর্শন করিলে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। সংক্রামক রোগের নিকট কাহারও নিস্তার নাই,—বালক বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, সবল দুর্ব্বল, সকলের পক্ষেই এই ব্যাধি সাংঘাতিক। অবস্থা, জাতি, বয়স ও শারীরিক শক্তি-নির্ব্বিশেষে এই ব্যাধি সকলকে গ্রাস করিয়া থাকে। আজি কালি স্বাস্থ্যের অবস্থা যাহাতে ভাল থাকে, তজ্জন্য কি শাসন-কর্ত্তা কি দেশীয় লোক সকলেরই মনোযোগ আছে। তখন এরূপ ছিল না। বাসস্থান, পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে তখন রাজদ্বারে দণ্ড পাইতে হইত না, কাজেই স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সকল নিয়ম উপেক্ষিত হইত। এই কারণেই তখন ইউরোপে সংক্রামক রোগের এতদূর উপদ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জীবনসংশয়ের কথা শুনিয়া সাধারণ লোকে প্রায়ই ইতস্ততঃ করিয়া থাকে। কিন্তু হাউয়ার্ড সেরূপ ধাতুর লোক ছিলেন না। তাঁহার কিছু করিবার আছে, এবং কাজটী নরনারীর কল্যাণকর, এইটুকু জানিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। তিনি সৎকার্য্য করিতে গিয়া কখনও নিজের লাভ ক্ষতি, বিপদ আপদের বিষয় ভাবিতেন না; সুতরাং কোন বিঘ্নই হাউয়ার্ডের গতি অবরোধ করিতে পারিত না। হাউয়ার্ড দৃঢ়সংকল্প হইয়া ১৭৮৫ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন।

ভূমধ্যস্থ সাগরের উপকূলে যতগুলি প্রধান প্রধান নগর আছে, তন্মধ্যে মার্সেলিজ্ সর্ব্বপ্রধান। হাউয়ার্ড মনে করিয়াছিলেন সর্ব্বাগ্রে মার্সেলিজ নগরস্থ হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিয়া অন্যান্য স্থানে গমন করিবেন। এই জন্য তিনি

কিছুদিন হেগ নগরে অবস্থিতি করিয়া তৎকালীন বিদেশীয় কার্য্যাধ্যক্ষ (Foreign Secretary) ফের্ম্মারথেনের দ্বারা ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে একখানি চিঠি লেখান। কিয়ৎদিন পরে তিনি হেগ হইতে ইউট্রেচ্‌ট্‌ নগরে গমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি একখানি চিঠি পাইলেন যে, মার্সেলিজ নগরে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়া তিনি যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে; এবং তাঁহার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে যে, যে কারণেই তিনি ফরাসী দেশে প্রবেশ করুন না কেন, তাঁহাকে বেষ্টাইলের কারাগারে বন্দী হইতে হইবে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে এইরূপ আদেশ করিবেন, হাউয়ার্ড পূর্ব্বেই তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মার্সেলিজস্থ হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিতে না পারিলে হাঁসপাতাল সম্বন্ধীয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এই কারণেই তিনি নানাবিধ বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়াও মার্সেলিজ নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, হাউয়ার্ড ইউরোপের হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিবার সংকল্প করিয়াই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তাঁহার বন্ধু ডাক্তার একিন, ডাক্তার জেব প্রভৃতির সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন। ইউরোপের হাঁসপাতাল পরিদর্শনকালে হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণের কি কি প্রশ্ন করিতে হইবে, এবং কি ভাবে প্রশ্ন করিলে হাঁসপাতালের আভ্যন্তরিক সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারা যায়, হাউয়ার্ড স্বদেশ হইতে ইউ-

রোপে যাত্রাকালে এমন কতকগুলি প্রশ্নের একখানি তালিক সঙ্গে লইয়া যান।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশ শুনিয়াই হাউয়ার্ডের বন্ধুগণ তাঁহাকে মার্সেলিজ প্রভৃতি ফরাসী রাজ্যাধিকৃত কোন নগরে গমন করিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। হাউয়ার্ড কাহারও কথা শুনিলেন না, কোন বাধা মানিলেন না, যথার্থ বীরের ন্যায় ডর্ট, ব্রুসেল প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া ফরাসী দেশের রাজধানী পারিস নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। ইংরেজ চিকিৎসকের বেশ ধারণ করিয়া তিনি কয়েক দিন পারিস নগরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে দুই একজন পীড়িত লোকের চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য্যও হইলেন। তিনি পারিস হইতে লাইয়ন্স নগরের হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিয়া মার্সেলিজ নগরে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। মার্সেলিজে পৌঁছিবামাত্রই তাঁহার বন্ধু রেভারেণ্ড ডুরাণ্ড তাঁহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং যথোচিত প্রেমের সহিত আতিথ্য সৎকার করিয়া বলিলেন, "মিষ্টার হাউয়ার্ড, আপনাকে দেখিয়া সর্ব্বদাই সুখী হইয়া থাকি ; কিন্তু এবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্তুষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে বড় দুঃখিত হইয়াছি। আপনি কি জানেন যে, আপনাকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইয়াছে? আমি নিশ্চয় জানি অনুসন্ধান করিয়া আপনাকে ধরিতে পারে নাই বলিয়াই আপনি এখনও নিরাপদে রহিয়া-ছেন ; জানি বলিয়াই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি ত্বরায় ফরাসীদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে পৌঁছিবার চেষ্টা

করুন।” হাউয়ার্ড বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। মার্সেলিজ পরিদর্শন না করিলে তাঁহার কর্ত্তব্য সাধিত হয় না, সুতরাং কর্ত্তব্যের অনুরোধে নানা বিপদ সত্ত্বেও তাঁহাকে মার্সেলিজ নগরে কয়েকদিন অবস্থিতি করিতে হইল। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিল,—তিনি মার্সেলিজস্থ সমস্ত হাঁসপাতালে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন, হাঁসপাতালের অবস্থা দেখিলেন এবং হাঁসপাতালসম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন! এত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া কি উপায়ে হাউয়ার্ড নিরাপদে মার্সেলিজের হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা অবগত নহি; তবে ঘটনাক্রমে যে তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল তাহা জানা গিয়াছে। কথিত আছে যে, অতি সামান্য সামান্য কারণে ফরাসীয় শাসনকর্ত্তা অনেক লোককে বন্দী করিয়া রাখিতেন। এইরূপ অবিচারের ফল এই হইল যে, অচিরকালমধ্যে ফরাশী-গবর্ণমেণ্টের প্রতি চতুর্দ্দিক্ হইতে নিন্দা বর্ষিত হইতে লাগিল। কার্য্যানুরোধে শাসনকর্ত্তাকে পারিস নগর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। তিনি যথাকালে এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়া যান যে, তাঁহার প্রত্যাগমনের মধ্যে কাহাকেও বন্দী করা না হয়। শাসনকর্ত্তার গমনের অব্যবহিত পরেই হাউয়ার্ড ফরাসী দেশে উপস্থিত হন, সুতরাং দৈবযোগে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। মার্সেলিজের কাজ শেষ করিতে হাউয়ার্ডকে তথায় দুই চারি দিন বিলম্ব করিতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে,

নিকটবর্ত্তী কোন জেলে একটী অদ্ভুত কয়েদী আছে। হাউয়ার্ড বিলাসপ্রিয় ফরাসীর ন্যায় বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ছদ্মবেশে তথায় গমন করিলেন। কয়েদীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া হাউয়ার্ড বড়ই প্রীত হইলেন। এই কয়েদীর সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"সমস্ত বন্দিগণের মধ্যে একব্যক্তি মাত্র প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান। এই ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আর কতিপয় বালকের সহিত একত্রিত হইয়া এক ভদ্র লোকের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হন। এই ভদ্রলোক পারিস নগরস্থ কোনও কলঙ্কিনী রমণীর ভবনে তাঁহার একগাছি বহুমূল্য যষ্টি হারাইয়া ফেলেন, এবং তদুপলক্ষে বালকগণের সহিত তাঁহার কলহ ঘটে। বিচারক অন্যান্য বালকগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া ছাড়িয়া দেন। কণ্ডি নামক এই কয়েদী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই কারাগারে প্রবেশ করেন। তাঁহার বাম বাহুটী ছিল না, জন্মাবধি এইরূপ অঙ্গহীন ছিলেন, এইরূপ অঙ্গহীন বালকের পক্ষে তৎকালীন কারাগার কিরূপ স্থান, পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এই বালক কারারুদ্ধ হইবার চারি পাঁচ বৎসর পরে অতি ক্লেশে একখানি বাইবেল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া নিজে নিজেই পড়িতে শিক্ষা করেন। যখন বাইবেল ভাল করিয়া বুঝিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি কালে একজন গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের সম্পূর্ণ

পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি উদ্ধত, কপটাচারী ও মিথ্যাবাদী ছিলেন, পরের ভাল দেখিলে তাঁহার প্রাণে অসহনীয় যাতনা উপস্থিত হইত। কিন্তু ধর্ম্মের এমনি শক্তি যে, তাঁহাকে অল্পকালের মধ্যেই আশ্চর্য্য বিনীত, শান্ত ও উদার করিয়া তুলিল। তাঁহার চরিত্রের গুণে জেলের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ ও তাঁহার সমদুঃখী বন্দিগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এই ব্যক্তির অনেক সদ্‌গুণ আছে, আমি ইহাঁর সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম।" ধন্য প্রভু পরমেশ্বরের নামের মাহাত্ম্য! মহাপাপী তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া উদ্ধার পাইতেছে, নিরক্ষর অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন নর নারী তাঁহারই নামের মহিমায় পরম জ্ঞান লাভ করিতেছে, শোক দুঃখে জীবন্মৃত ব্যক্তিগণ তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া তাঁহারই নামের জয় ঘোষণা করিতেছে! মার্সেলিজ হইতে একখানি অতি ক্ষুদ্র জলযানে আরোহণ করিয়া হাউয়ার্ড জেনোয়া এবং লেগহরণ্ প্রভৃতি স্থানের হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। তাঁহার বিবেচনায় লেগহরণ ও জেনোয়ার হাঁসপাতালগুলিই সমস্ত ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লেগহরণে পৌছিয়া হাউয়ার্ড টাসকেনীর গ্রাণ্ড ডিউক্ কর্ত্তৃক মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা ও বিনয়ের সহিত তিনি ডিউক্ মহোদয়ের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন। পাইসা নগরস্থ হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া হাউয়ার্ড যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। এই হাঁসপাতালের পীড়িতা রমণীগণ যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহটী অতি পরিষ্কার। গৃহের অনেক

গুলি দ্বার লৌহশলাকা নির্ম্মিত, সুতরাং গৃহের ভিতরে সহজেই বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে। এই সকল দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখস্থ অতি মনোহর দৃশ্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

পাইসা হইতে হাউয়ার্ড ফ্লরেন্স চলিলেন এবং ফ্লরেন্সের কার্য্য সমাধা করিয়া রোমনগরে উপনীত হইলেন। রোমের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ও অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকার্য্যের ভগ্নাবশেষ ভাল করিয়া দেখিবার জন্ম তাঁহার একান্ত ইচ্ছা জন্মিল। তদনুসারে তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রোগদুঃখপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখাপনোদন করা যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, তিনি কি পৃথিবীর আর কোন সুখ সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইতে পারেন? দুই এক দিনের মধ্যেই হাউয়ার্ড স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইলেন। রোমনগরস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাঁসপাতালে হাউয়ার্ড দুই দিন প্রাতে উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়াছিলেন। হাঁসপাতালের ভার-প্রাপ্ত কার্য্যকারগণের ক্রটিতে হাঁসপাতালের দুরবস্থা ঘটি-য়াছে জানিতে পারিয়া হাউয়ার্ড সাধ্যানুসারে তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভুত্বপরা-য়ণ পোপ * হাউয়ার্ডের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। পোপের সঙ্গে দেখা শুনা করা সাধারণ লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না, প্রধান লোকের পক্ষেও পোপের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। পোপের

* রোমনগরে রোমান কাথলিকদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে সকলকেই কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত—পোপের প্রতি বিশেষ মর্য্যাদার ভাব প্রকাশ করিতে হইত। কিন্তু হাউয়ার্ডের জন্ত তাহার বিপরীত বিধি হইল। পোপ স্বয়ং হাউয়ার্ডকে দেখিতে আসিলেন এবং সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায় হাউয়ার্ডের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। যুবতী রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ পোপ একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। হাউয়ার্ড এই বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। বিদায় গ্রহণ কালে পোপ হাউয়ার্ডের হস্ত ধারণপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আমি জানি তোমরা ইংরেজ জাতি এসকলের বড় পক্ষপাতী নও; তথাপি ভরসা করি একজন বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।"

নেপলস্ হইতে হাউয়ার্ড মাল্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে জাহাজের নাবিক, আরোহী প্রভৃতি কাহারও জীবনের আশা ছিল না। অসংখ্য তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়া জাহাজখানি মাল্টায় পৌঁছিল, আরোহিগণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

তিন সপ্তাহকাল হাউয়ার্ড মাল্টায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পাঁচশত কি তদধিক রোগী চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাঁসপাতালে প্রবেশ করিয়াছিল। মাল্টার প্রধান শাসনকর্ত্তা হাউয়ার্ডকে স্থানীয় কারাগার ও হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং যাহাতে হাউয়ার্ড সুচারুরূপে পরিদর্শন করিয়া সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারেন তৎপক্ষে

সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়াছিলেন। কারাগারের অবস্থা অতীব শোচনীয়—তখনও এস্থানের জেলে প্রাণদণ্ডের নানারূপ অমানুষিক প্রণালী প্রচলিত ছিল। হাসপাতালের অবস্থা তদধিক হীন। রোগীদের ঘরগুলি এত অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় যে ঘরের ভিতরে কোনরূপ সুগন্ধিদ্রব্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিত। হাউয়ার্ড দেখিলেন, চিকিৎসকগণ এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইবার সময়ে রুমালে মুখ ঢাকিয়া যান। ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের অনবধানতা প্রযুক্তই চিকিৎসালয়গুলির এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। অথচ তাঁহারা আপনাদের তত্ত্বাবধানাধীন ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার পক্ষে একান্ত অমনোযোগী ছিলেন। চিকিৎসকগণের অর্থের অভাব ছিল না, সুতরাং তাঁহারা রুমাল ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া সহজেই গৃহের দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা পাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের ত্রুটিতে যে দুঃখী দরিদ্র রোগীদিগের রোগ ভোগ বৃদ্ধি পাইত সেদিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন, নির্দ্দয় ব্যক্তিগণকেই রোগীদিগের শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করা হইত। এই সকল লোকের প্রকৃতি এমনই নিষ্ঠুর ছিল যে, বিকারগ্রস্ত রোগিগণ যখন প্রলাপ করিত তখন তাহারা তাহা লইয়া আমোদ আহ্লাদ বকিত। প্রধান শাসনকর্ত্তার অশ্বশালা ও অন্যান্য পশুশালাগুলিও চিকিৎসালয় অপেক্ষা অনেক ভাল অবস্থায় ছিল। প্রত্যেক অশ্বশালার ভিতরে একটী করিয়া ঝরণা থাকিত, কিন্তু হাঁসপাতালগুলিতে উপযুক্ত স্থান সত্ত্বেও কোন জলাশয় ছিল না।

ইউরোপের সীমা অতিক্রম করিয়া হাউয়ার্ড আসিয়া মাইনরের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্মির্ণা নগর পরিদর্শন করিয়া পুনরায় ইউরোপ গমন করিলেন। তুরুস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল্ পৌঁছিয়া তিনি স্থানীয় হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল হাঁসপাতালে সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এত অধিক হইত যে চিকিৎসকগণও তথায় যাইতে ভীত হইতেন। হাউয়ার্ড নিঃশঙ্কচিত্তে সমস্ত হাঁসপাতাল পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই হাউয়ার্ডের নাম কনষ্টাণ্টিনোপলে নগরবাসিগণের প্রতি-গৃহে ধ্বনিত হইতে লাগিল—সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া হাউ-য়ার্ড নগরের সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। তুরুস্কাধিপতি সুলতানের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কন্যা অতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুদিনাবধি অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছিলেন। তুরুস্কদেশীয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে যতপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা আছে, তৎসমুদয় প্রয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, রোগীর পিতা মাতাও কন্যার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুক্তির জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। হাউয়ার্ডের নাম শুনিয়া রোগীর পিতা হাউয়ার্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হাউয়ার্ড দয়া করিয়া যাহাতে একবার তাঁহার কন্যাকে দেখিতে যান তজ্জন্য অতি বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়েই হাউয়ার্ডের আড়ম্বর ছিল না,—তিনি নিজের অসারতা বেশ বুঝিতেন। হাউয়ার্ড চিকিৎসা-

শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, চিকিৎসাকার্য্যেও তত অভ্যস্ত নহেন বলিয়া, রোগীর পিতাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু হাউয়ার্ডের উপর সেই ভদ্রলোকের কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস ও কি গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, যে তিনি অনন্যোপায় লোকের ন্যায় হাউয়ার্ডকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হাউয়ার্ড নিরাশ্রয় গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করিয়া বেড়ান, ধনীর গৃহে চিকিৎসা করিতে হইবে বলিয়াই তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। যাহা হউক রোগীর পিতার অনুরোধে হাউয়ার্ডকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল।

হাউয়ার্ড রোগী দেখিতে গমন করিলেন, রোগীকে পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিলেন এবং উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই রোগীর আরোগ্যলক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, এবং হাউয়ার্ড তথায় থাকিতে থাকিতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। রোগীর পিতা কৃতজ্ঞতার উপহার লইয়া হাউয়ার্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি নয় শত পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৯০০০ নয় সহস্র টাকা হাউয়ার্ডের সম্মুখে রাখিলেন। হাউয়ার্ড অর্থ গ্রহণ করিলেন না; ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যদি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কিছু দিয়া আপনি সুখী হন তবে আপনার বাগান হইতে একথালা সুপক্ক আঙ্গুর ফল পাঠাইয়া দিবেন। তাহা পাইয়াই আমি পরম পরিতোষ লাভ করিব।" বলা বাহুল্য যে, যে কয়েকদিন হাউয়ার্ড এই নগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন প্রায় প্রত্যহই সেই ভদ্রলোক হাউয়ার্ডকে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর ফল পাঠাইয়া দিতেন।

তুরস্কদেশে ভ্রমণকালে হাউয়ার্ড তথাকার লোকের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি সমস্ত অবস্থা অবগত হইবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার কনোষ্টাণ্টিনোপল নগরে অবস্থিতিকালে একটী ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় তিনি রাজার স্বেচ্ছাচারিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। ঘটনাটী শুনিলে একদিকে রাজার মূর্খতা ও অপদার্থতার পরিচয় পাইয়া হাস্যসম্বরণ করা কঠিন হয়, অপর দিকে স্বেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচারজনিত দেশের দুর্গতির কথা ভাবিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

রাজার গৃহাধ্যক্ষ রাজসংসারের রুটী যোগাইতেন। একদা রাজা তাঁহাকে তলব করিলে, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে রাজসদনে উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুটী ভাল হয় নাই কেন?" গৃহাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "এবার ভাল শস্য জন্মে নাই।"

রাজা:—"ওজনে কম হইল কেন?" গৃহাধ্যক্ষঃ—"এতগুলি রুটীর মধ্যে দুই একখানা ওজনে কম হইতে পারে।" "সাবধান, ভবিষ্যতে যেন এরূপ আর না হয়," এই বলিয়াই রাজা সম্মুখস্থ প্রহরীকে আদেশ করিলেন, "উহাকে ঘাতকের হস্তে প্রদান কর।" আজ্ঞা মাত্র প্রহরী গৃহাধ্যক্ষকে ঘাতকের নিকট উপস্থিত করিল, ঘাতক অবিলম্বে গৃহাধ্যক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহার মৃতদেহ রাজপথে ঝুলাইয়া রাখিল। মৃত-দেহের পার্শ্বে তিনখানি সামান্য ওজনের রুটীও রাখা হইল। দেশের লোকের অবগতির জন্য তিন দিন পর্য্যন্ত মৃতদেহ রাজপথে ঝুলান রহিল। সামান্য অপরাধে এরূপ গুরুতর দণ্ড

বিধান করা তুরুষ্ক দেশের স্বেচ্ছাচারী রাজার অভ্যাস ছিল।

যখন হাউয়ার্ড ইয়ুরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন, ইয়ুরোপের হাঁসপাতালগুলি পরিদর্শন করিয়া সংক্রামক ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন নানা কারণে কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার মনের স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য সামান্য কারণের সঙ্গে পুত্রের দুর্নীতি ও দূষিত ব্যবহার তাঁহার অশান্তির একটী প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। হাউয়ার্ড তাঁহার বন্ধু মিষ্টার হুইট্‌ব্রেড সাহেবের চিঠিতে জানিলেন, পুত্র আবার কুসংসর্গে পতিত হইয়াছেন, স্বেচ্ছা-চারী হইয়া বিবিধ প্রকারে শরীর মনের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। বন্ধুর পত্র পাইয়া হাউয়ার্ডের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। হাউয়ার্ড পুত্রের দুর্গতির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মনের আবেগে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই ব্যথিত হৃদয়ের কথাগুলি তাঁহার দৈনন্দিন পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে ঈশ্বর! সুখের সময়েই কি কেবল তোমাকে দয়াময় বলিব, অসুখের মধ্যেও যে তোমারই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে তাহা কি দেখিতে পাইব না? প্রভু পরমেশ্বর! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক—সুখে দুঃখে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!—ইহকালে ও পরকালে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" হাউয়ার্ড বন্ধুকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "যদি বিদেশভ্রমণে পুত্রের স্বভাব পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে, আমি অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইব না। আমি সর্ব্বদাই পুত্রকে বলিয়াছি, যে ভাবে

থাকিলে, যে ভাবে চলিলে তোমার শরীর মনের উন্নতি সাধিত হইতে পারে সর্ব্বদাই তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে, আমার সুখ সুবিধার প্রতি কোন দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই। হায়! হায়! পুত্রের এরূপ দুর্গতি ঘটিবে স্বপ্নেও জানিতাম না! যাহা হউক, চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, নিরাশ হইবেন না, এখনও সংশোধনের আশা আছে।"

এই সময়ে হাউয়ার্ডের অশান্তির আর একটী কারণ ঘটে। ইংলণ্ডবাসী নরনারীগণ একমত হইয়া সংকল্প করিলেন, হাউয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া কোন প্রকাশ্যস্থানে রক্ষা করিবেন। স্বদেশীয় লোকের এইরূপ সংকল্পের কথা শুনিয়া হাউয়ার্ড বাস্তবিকই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সম্মা-নার্থ দেশের লোকেরা তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ উত্তোলন করিতে যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিবার যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল। তাঁহার নিজের যোগ্যতার উপরে তাঁহার আস্থা ছিল না বলিলেই হয়। তিনি বিশ্বাস করিতেন, অনন্ত শক্তির আধার প্রভু পরমেশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি জীবনের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এই বিশ্বাস তাঁহার সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্র এবং তাঁহাতে এই বিশ্বাস জীবন্ত ছিল বলিয়াই তিনি মান মর্য্যাদা, খ্যাতি প্রতিপত্তির এত বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মনুষ্যজাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য প্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন এবং একমাত্র পরমেশ্বরের কৃপাবলেই তিনি নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছেন। যশোলাভই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, মান-

মর্য্যাদা লাভ করাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত তবে আর পৃথিবীর লোক তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত হইত না, তবে আর পৃথিবীর রাজা ও রাজ্ঞীগণ নিঃস্বার্থ ভক্তিউপহার লইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হইতেন না। হাউয়ার্ড মানের ভিখারী ছিলেন না, পদের প্রার্থীও ছিলেন না; সুতরাং পৃথিবীর লোক শুদ্ধ স্বাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহার নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণার পুরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইত।

১৭৮১ সালের শেষভাগে হাউয়ার্ড ভিনিস নগরে উপস্থিত হইলেন। ভিনিসের শাসনপ্রণালী, রাজার অত্যাচার ও তন্নিবন্ধন দেশের সামাজিক অধোগতি দেখিয়া হাউয়ার্ড প্রাণে বড় ক্লেশ পাইলেন। কয়েকদিন পরে তিনি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরে উপনীত হইলেন এবং এই নগরে থাকিয়াই খৃষ্টের জন্মোৎসব সম্ভোগ করিলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হাউয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন এবং যথোচিত সম্মানের সহিত হাউয়ার্ডকে অভিবাদন করিয়া প্রায় দুইঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত নানাবিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট ইউট্রেক্ট্ প্রভৃতি কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিয়া ১৭৮৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি হাউয়ার্ড লণ্ডন নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

জীবনের শেষ অবস্থা।

লণ্ডন নগরে পৌঁছিয়াই হাউয়ার্ড কারডিংটনে গমন করিলেন। বাড়ী যাইয়া দেখেন, জনৈক বহুদর্শী ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে তাঁহার পুত্র ক্ষিপ্তাবস্থায় গৃহাবরুদ্ধ রহিয়াছে। হাউয়ার্ড পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন বটে, কিন্তু পুত্র তাঁহাকে দেখিয়া শান্ত হইবার পরিবর্ত্তে ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। হাউয়ার্ড স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে দেখিলে পুত্রের উন্মত্ততা বাড়িয়া উঠে; সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, বাটী হইতে স্থানান্তরে যাইয়া অবস্থিতি করিবেন। কার্য্যেও তাহাই করিলেন। পুত্রের নিকট মনে মনে বিদায় গ্রহণ করিয়া হাউয়ার্ড বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং কয়েক মাস লণ্ডন নগরে বাস করিলেন। ১৭৮৭ সালের শেষ ভাগে হাউয়ার্ড ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড দেশীয় কারাগারগুলি পুনর্ব্বার পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার ব্রিটেনের প্রায় সমস্ত জেলগুলি উন্নত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া হাউয়ার্ডের আহ্লাদের সীমা রহিল না। যেখানে যান সেখানেই দেখেন, তাঁহার মতানুসারে জেলের সংস্কার হইয়াছে, কারাবাসিগণের দুঃখ দুর্দ্দশা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারে উপনীত হইয়া হাউয়ার্ড দেখিতে পাইলেন, তাঁহার রুচি ও মতানুসারে একটী নূতন কারাগৃহ নির্ম্মিত হইবার আয়োজন হইতেছে। এই গৃহের প্রতিষ্ঠাপত্রে উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, "যে মহাত্মার নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও দয়াগুণে হতভাগ্য

বন্দিগণের স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত এই নূতন কারাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে তিনি এদেশীয় নরনারীগণের অকৃত্রিম প্রীতির পাত্র। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা যাহাতে জানিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মহাত্মা জনহাউয়ার্ডের নিকট বিবিধ প্রকারে ঋণী ছিলেন, এই কারণেই জন হাউয়ার্ডের নামে দেশীয় লোকের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এই কারাগৃহটী প্রতিষ্ঠিত হইল।" হাউয়ার্ড প্রতিষ্ঠাপত্রের এই কথাগুলি যেমন দেখিলেন অমনি ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার জনৈক চরিতাখ্যায়ক এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাঁহার জীবনী লিখিবার সময়ে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১৭৮৮ সালেও তিনি গ্রেটব্রিটেন এবং আয়র্লণ্ড দেশের কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউরোপের হাঁসপাতাল সম্বন্ধে তিনি আর এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও সাহিত্য সমাজে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল। হাউয়ার্ডের এইরূপ এক একটী কার্য্যে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড প্রভৃতি স্থানের লোকের ন্যায় সমস্ত ইউরোপবাসী নরনারীগণের কৃতজ্ঞতার ভার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হাউয়ার্ড যখন হাঁসপাতাল সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার একটী বিশেষ পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহার পুত্র এই সময়ে কারডিংটনস্থ বাটি হইতে লিষ্টারে গমন করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ বয়সে সাংসারিক নানাবিধ ক্লেশের সঙ্গে

হাউয়ার্ডের পুত্রশোক উপস্থিত হইল। হাউয়ার্ডের বন্ধুবান্ধবেরা মনে করিয়াছিলেন এবার হাউয়ার্ড দুঃখ ক্লেশে একবারে অভিভূত হইয়া পড়িবেন; কিন্তু হাউয়ার্ড আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত সকল দুঃখের উপর জয়লাভ করিলেন। বন্ধুগণ দেখিয়া অবাক্! পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেই হাউয়ার্ড সংকল্প করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ দশায় আর একবার ইউরোপ পরিভ্রমণ করিবেন। পুত্রের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই হাউয়ার্ড সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করণোদ্দেশে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি লণ্ডন হইতে কারডিংটনে যাইয়া বন্ধুবান্ধব ও প্রজাবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কারডিংটনের আর সে শ্রী নাই, হাউয়ার্ডের গৃহের আর সে শোভা নাই। হাউয়ার্ড বুঝিয়াছিলেন, তিনি আর স্বদেশে ফিরিবেন না। তিনি বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশিমণ্ডলী ও প্রিয় প্রজাবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার সময় সকলকেই বলিয়াছিলেন,—"এই শেষ দেখা।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল, তিনি জন্মের মত স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি সত্য সত্যই বন্ধুগণের সহিত 'শেষ দেখা' করিয়া গেলেন। স্ত্রী পুত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া হাউয়ার্ড এখন একাকী সংসারপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ছিল, তাঁহাকে অসংখ্য লোক হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিত, তিনি সমগ্র মনুষ্যজাতির সেবায় তাঁহার হৃদয় মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি একাকী ছিলেন না। তিনি পারিবারিক সকল প্রকার সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের চিরশান্তি,

কর্ত্তব্যের অনির্ব্বচনীয় সুখ হইতে তিনি কখনও বঞ্চিত হন নাই।

হাউয়ার্ড স্থির করিয়াছিলেন, এ যাত্রায় হলণ্ড, জর্ম্মনি, রুসিয়া, পোলণ্ড, হাঙ্গেরী, তুরুস্ক, মিসর প্রভৃতি দেশের মধ্যদিয়া ইউরোপ পরিভ্রমণ করিবেন। তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এই সকল দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইউরোপ পরিদর্শন করিতে হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ আড়াই বৎসর কাল ভ্রমণ করিতে হইবে। এই সকল দেশ পরিদর্শন কালে যে তাঁহাকে নানারূপ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, তিনি তদ্বিষয়েও গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—"বিদেশভ্রমণকালে আমাকে নানারূপ পরীক্ষায় পতিত হইতে হইবে, তদ্বিষয় আমি চিন্তা করিয়াছি। যে পরমদেবতা আমার অন্তরে, সেই পরম দেবতাই বাহিরে থাকিয়া সকল অবস্থায় আমাকে নিত্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া জীবনপথে চলিব, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে করিতে যদি এ জীবনের অবসান হয়, তবে তাঁহার কৃপার জয় হইবে।

"আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া যদি কেহ বলেন, আমি উৎসাহে মাতিয়া বিচারহীন হইয়াছি, কর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইয়াছি, আমি তাঁহাকে সবিনয়ে বলিতেছি, আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান হারাই নাই, কর্ত্তব্যেরই অনুসরণ করিতেছি। জীবনের এই শেষ অবস্থায় যদি গৃহে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন আহার নিদ্রায় কাটাই, তবে শারীরিক আরামলাভ হয় বটে,

কিন্তু তাহাতে জীবনের লাভ কি? যাঁহার হাতে এ জীবনের ভার, তাঁহার কার্য্য সাধন করিবার সময় যদি এ দেহের পতন হয়, তবে জীবন ধন্য হইবে, দেহ সার্থক হইবে, তাঁহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হইবে।"

১৭৮৯ সালের জুলাই মাসে হাউয়ার্ড ইউরোপ যাত্রা করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে জর্ম্মণি দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। অস্‌নাবর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই অমানুষিক শাসন প্রণালী (Torture) দেশ হইতে উঠিয়া যাইবার পরিবর্ত্তে বরং নিষ্ঠুরতার শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। হানোভার, ব্রান্স্‌উইক্, বারলিন্, কনিগ্‌সবর্গ প্রভৃতি কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি রুসিয়া দেশে উপনীত হইলেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গে পৌঁছিয়া হাউয়ার্ড পরম সমাদরে গৃহীত হইলেন। কয়েক দিন সেণ্টপিটার্সবর্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল তথা হইতে কনেষ্টাণ্টিনোপল গমন করিবেন এবং গমনকালে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যস্থ সাগরের উপকূলস্থ বন্দর গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাইবেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার বন্ধু মিষ্টার হুইট্‌ব্রেড সাহেবকে মস্কো হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"মস্কো, ২রা অক্টোবর ১৭৮৯।

প্রিয় বন্ধো!

পূর্ব্বে যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের একটী গুরুতর কারণ আছে। তুরুস্কের সীমান্ত প্রদেশে রুষ সৈন্যগণ পীড়িতাবস্থায় থাকিয়া নানা ক্লেশে দিন কাটাইতেছে। তথায় যাইয়া তাহাদের সেবায়

নিযুক্ত হইলে কিছু কাজ হইতে পারে। সর্ব্বাগ্রে ডাক্তার জেম্‌সের অব্যর্থ চূর্ণ * ব্যবহার করিয়া দেখা যাইবে, তাহাতে কোন উপকার না হইলে অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমার সমস্ত চিঠিপত্র খারসন নগরে পাঠাইতে হইবে। শীত ভীষণ পরাক্রমে আগমন করিতেছে,—প্রতিদিনই তাপমান যন্ত্র তিন চারি ডিগ্রী নিম্নগামী হইতেছে। আমি সুস্থ শরীরে শান্ত মনে থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছি।”

হাউয়ার্ড যখন কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলস্থ খারসন নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রায়ই তাঁহার বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকিত। “জেন্‌টল্‌ম্যানস্ মেগাজিন্” “(Gentleman's Magazine)” নামক মাসিক পত্রে ১৭৯০ সালের জানুয়ারী মাসে হাউয়ার্ডের সম্বন্ধে যে বিবরণটী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, হাউয়ার্ড জীবিত থাকিতেই ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁহার মহত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ইহলোকে থাকিতেই কি পরিচিত, কি অপরিচিত, কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কি পুরুষ, কি রমণী সকলে একবাক্যে অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার গুণ গান করিয়াছেন—তাঁহার সদ্‌গুণের পূজা করিয়া পৃথিবীতে প্রকৃত মহত্ত্ব ও সাধুতার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মাসিক পত্রের স্তম্ভে হাউয়ার্ডের সম্বন্ধে এইরূপ একটী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

“মিষ্টার হাউয়ার্ড তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিয়াছেন,

* (James's Powder) তৎকালীন জ্বরের এক প্রকার অ[ব্য]র্থ মহৌষধ

তিনি সুস্থ শরীরে শান্ত মনে থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। মিষ্টার হওৈয়ার্ড কুশলে আছেন শুনিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। তিনি রুষরাজ্যাধিকৃত রিগা, ক্রন্ষ্টাড্ প্রভৃতি কয়েকটী নগর পরিদর্শন করিয়া তুরুস্কে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে খারসনের হাঁসপাতালগুলিতে অসংখ্য রুষ সৈন্য ও নাবিক সংক্রামক রোগে পীড়িত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি খারসনে থাকিয়া এই সকল নিরুপায় পীড়িত লোকদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতেছেন। হাউয়ার্ড বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন, পূর্ব্ব বৎসর সত্তর হাজার লোক খারসানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অতিরিক্ত মদ্যপান অপরাধে অথবা অবাধ্যতাবশতঃ যে সকল লোক সৈন্যদল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে,সেই সকল অপদার্থ নিষ্ঠুর-প্রকৃতি লোকেরাই খারসানস্থ হাঁসপাতালে ভৃত্যের কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সকল লোকের উপর হাঁসপাতাল পরিষ্কার করিবার ভার, রোগীর শুশ্রূষার ভার, পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার ভার ন্যস্ত। দায়িত্বহীন, দুরাচারী লোকের হাতে এইরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার দেওয়াতে হাঁসপাতালের অশেষ দুর্গতি ঘটিয়াছে। শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, শুধু উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে এক বৎসরে খারসান নগরে সত্তর হাজার নাবিক ও সৈন্য ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর হিতৈষী, গরিবের বন্ধু হাউয়ার্ড এখন অবশিষ্ট পীড়িত ব্যক্তিগণের ভার গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। হাউয়ার্ডের আপন পর জ্ঞান নাই, স্বদেশ বিদেশের ভেদাভেদ নাই, যেখানে নরনারী রোগশোকের তীব্র কশাঘাতে চীৎকার করি-

তেছে সেইখানেই হাউয়ার্ড উপস্থিত; মনুষ্য জাতির সুখ শান্তি বর্দ্ধনের নিমিত্তই হাউয়ার্ড সর্ব্বদা ব্যস্ত।"

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এড্‌মণ্ড বার্ক মহাত্মা হাউয়ার্ডের যশোগান করিয়া বলিয়াছেন :——

"হাউয়ার্ডের নাম করিলেই বলিতে হয় যে, তিনি মানব-জাতির জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন ও হৃদয়বিকাশের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদ সমূহের বাহ্যাড়ম্বর অথবা দেব মন্দির সকলের আশ্চর্য্য গঠন-সৌষ্ঠব দর্শন করা, বিশাল প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ সমূহের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করা, আধুনিক শিল্প কৌশলের চমৎকারিত্য অবধারণ করা কিম্বা প্রাচীনকালের বিচিত্র পদক ও হস্তলিখিত গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করা তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ভীষণ কারাগার ও সংক্রামক রোগের আবাস-ভূমি হাঁসপাতাল সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন—তাপিত ও বিপন্ন লোকদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া তাহারা কত দুঃখে, কত কষ্টে দিনাতিপাত করে তাহা অবগত হইয়াছেন—জনসমাজের পরিত্যক্ত ও ঘৃণিত লোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন এবং সকল দেশের ও সকলজাতির দুরবস্থার তুলনা ও তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা ও অসাধারণ দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভ্রমণকে মূর্ত্তিমতী দয়ার বিশ্ব-পর্য্যটন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল দেশের লোকেরাই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার পরিশ্রমের সুফল সম্ভোগ করিতেছে।

স্বদেশে তাঁহার কার্য্যের যে সুফল ফলিয়াছে তাহা দেখিয়াই, তাঁহার উদ্দেশ্য যে একদিন সিদ্ধ হইবেই হইবে, সে বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত হইতে পারেন। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি কারাবাসিদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা করিবেন তিনিই হাউয়ার্ডের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবেন। কিন্তু হাউয়ার্ড এই কার্য্যটী এতদূর সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, একার্য্য দ্বারা আর কাহারও যশস্বী হইবার সম্ভাবনা নাই।”

স্বর্গারোহণ।

হাউয়ার্ড যখন থারসন নগরে নিরাশ্রয় রোগীদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন রুষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তুরুষ্কদেশীয় বার্ডার দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছিল। রুষ সৈন্যগণ বার্ডার দুর্গ জয় করিয়া শীত ঋতুর মধ্যভাগে থারসনে যাইবার অনুমতি পাইল। থারসনে পৌঁছিয়া সৈন্যগণ বিবিধ আমোদ প্রমোদে কয়েক সপ্তাহ কাটাইল। কিন্তু তাহাদের আনন্দের দিন শীঘ্র শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। জেতৃগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষদিগকে বিনাশ করিয়া এমন ভয়ানক এক শত্রুকে অজ্ঞাতসারে সঙ্গে আনিয়াছিলেন যে, সে শত্রুর ভীষণ আক্রমণে নগরবাসিগণ অচিরে নিধন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সৈন্যগণের আগমনের পর থারসন নগরে অতিসার রোগের ন্যায় সাংঘাতিক একপ্রকার সংক্রামক জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। এই রোগে একবার আক্রান্ত হইলে আর রক্ষা নাই; বালক বালিকা, যুবক যুবতী,

প্রাচীন প্রাচীনা কাহারও এ রোগের হস্তে নিস্তার নাই। নগরের চতুর্দ্দিকে এই রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িল,—প্রতিদিন শত শত নরনারী এই রোগে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। নিরাশ্রয়, নিরুপায় ব্যক্তিগণের চিকিৎসার জন্য হাউয়ার্ড দিবানিশি খাটিতে লাগিলেন;—তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, অবিরত গরিবের কুটীরে বসিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন।

হাউয়ার্ডের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে অনেক নিরুপায় লোকের প্রাণ রক্ষা পাইতে লাগিল, নগরের চতুর্দ্দিকে হাউ-য়ার্ডের যশঃসৌরভ পরিব্যাপ্ত হইল, কিন্তু খারসন নগরের হতভাগ্য দরিদ্রদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পকালের মধ্যেই হাউয়া-র্ডের জীবনের কাজ শেষ হইয়া আসিল,—দেখিতে দেখিতে হাউয়ার্ডের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইল।

খারসন নগরের প্রায় আট ক্রোশ অন্তরে জনৈক রমণী সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ হাউয়ার্ডের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি যাহাতে সেই রমণীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন, তজ্জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ধনী, চিকিৎসককে উপযুক্ত অর্থ দিতে সমর্থ, হাউয়া-র্ডের দ্বারা তাঁহাদের কোন সাহায্য হইত না। ধনজনহীন, অসহায় ব্যক্তিগণের চিকিৎসা করিতেই হাউয়ার্ডের সময় হইয়া উঠিত না। প্রতিদিন এত দরিদ্র লোক এই রোগে আক্রান্ত হইত যে, হাউয়ার্ডের পক্ষে সমস্ত দুঃখী দরিদ্রের কুটীরে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিত। উক্ত রমণীর

বন্ধুগণকে হাউয়ার্ড এই সকল কথা বলিয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা হাউয়ার্ডকে কোন মতে ছাড়িলেন না। আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা পড়িতেছে, প্রচণ্ড শীতল বায়ু বহিতেছে, সহরে গাড়ী মিলে না, ঘরের বাহিরে যাওয়া যায় না। একটী বৃদ্ধ অশ্বে আরোহণ করিয়া হাউয়ার্ড এমন দুর্য্যোগে, নগরের আট ক্রোশ অন্তরে সেই পীড়িতা রমণীকে দেখিতে গেলেন। পথে বৃষ্টির জলে তাঁহার বস্ত্রাদি আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি আপন শরীরের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আর্দ্র বসনে রোগী দেখিতে লাগিলেন, এবং রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া খারসনে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া হাউয়ার্ড বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না; তিনি স্পষ্ট অনুভব করিলেন, সেই সাংঘাতিক ব্যাধি তাঁহার দেহে সংক্রামিত হইয়াছে, তাঁহার অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া মৃত্যুর বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। দুই তিন দিন শয্যাগত থাকিয়া তিনি একটু সুস্থ হইলেন, এবং ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। আরোগ্যলাভের অল্প দিন পরে জনৈক বন্ধুর গৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল, এবং বন্ধুর অনুরোধে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইল। হাউয়ার্ড অধিক রাত্রি জাগিতে পারিতেন না; কিন্তু বন্ধুর গৃহে আহারাদি করিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া তিনি একটু অসুখ বোধ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতেই পুনরায় তাঁহার জ্বর হইল এবং পরদিন তাহা সংক্রামক জ্বর বলিয়া সপ্রমাণ হইল।

হাউয়ার্ড অন্য চিকিৎসা না করাইয়া সুপরীক্ষিত "জেম্-

সের চূর্ণ” সেবন করিতে লাগিলেন। এই মহৌষধ প্রচুর পরিমাণে তাঁহার সঙ্গে ছিল এবং এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তিনি অসংখ্য রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। হাউয়ার্ডের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সুতরাং যে ঔষধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহাতেও তাঁহার কোন উপকার হইল না। হাউয়ার্ড বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী। তিনি তাঁহার বন্ধু এড্‌মিরাল প্রিষ্টম্যানকে বলিলেন, “আর জীবনের আশা নাই। ডৌফিনি গ্রামের নিকটে একটু স্থান আছে, তথায় যাহাতে আমার সমাধি হয়, তাহা করিবেন। আমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যেন কোন জাঁকজমক করা না হয়,—সম্পূর্ণ-রূপে আড়ম্বরহীনভাবে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, ইহাই আমার প্রাণগত ইচ্ছা। যেন আমার সমাধির উপর এমন কোন স্তম্ভ অথবা স্মৃতিচিহ্ন না থাকে, যাহা দ্বারা লোকে আমার পরিচয় পাইবে; আমার সমাধির উপর একটী সূর্য্যঘড়ি নির্ম্মাণ করাইবেন, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ বিবরণ থাকিবে না। নগরের কোলাহল হইতে বহুদূরে বিজন স্থানে আমাকে সমাহিত করেন এবং আমার বিষয় একেবারে বিস্মৃত হন, ইহাই আমার হৃদ্গত ইচ্ছা। ভরসা করি, বৃদ্ধ বন্ধুর এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে আপনি বিশেষ যত্নবান হইবেন।”

পীড়িতাবস্থায় হাউয়ার্ড কখনও বোধশক্তি হারান নাই। যে কয়েকটী বিদেশীয় পুরুষ ও রমণী তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্রি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইতে দেখেন

নাই! রোগ যন্ত্রণায় তাঁহার স্বাভাবিক মধুর শান্ত-ভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই, তাঁহার মুখের প্রসন্নতা নষ্ট হয় নাই। স্বভাবতঃই হাউয়ার্ড চিন্তাশীল ছিলেন, কোনদিনই তিনি অধিক কথা কহিতে ভাল বাসিতেন না; পীড়িতাবস্থায় কথা কহিতে একেবারেই ভাল বাসিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বন্ধু প্রিষ্টম্যান সাহেবকে আর একটী অনুরোধ করেন। হাউয়ার্ড "ইংলণ্ডের জাতীয় ধর্ম্মসমাজ-ভুক্ত" * খ্রীষ্টান ছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হয়, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি জন্মের মত নীরব হইলেন। মৃত্যুর অনেক পূর্ব্ব হইতে তিনি নিমীলিত নেত্রে সমাবিষ্ট থাকিতেন এবং তদবস্থাতেই অনন্তধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিৎ ভারতবর্ষীয় সাধকগণ হয়ত বিস্ময়াপন্ন হইবেন, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হাউয়ার্ড কি সাধনাবলে মৃত্যুকালে এইরূপ অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাউয়ার্ড যথার্থ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরাশ্রয় পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য দিবানিশি পিপাসিত থাকিত, হস্ত জগতের সেবায়—নরনারীর কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাকিত। এইরূপ মহাপুরুষকেও যদি মৃত্যুর অধীন হইতে হয়, তবে আর মৃত্যুকে জয় করিবে কে? প্রিয় জন্মভূমি হইতে ১৫০০ মাইল অন্তরে খারসন নগরে বিজাতীয় বিদেশীয় লোকের মধ্যে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে, ২০এ জানুয়ারি,

---

* Church of England.

পূর্ব্বাহ্ণ আট ঘটিকার সময়, মহাত্মা জন হাউয়ার্ড প্রাণত্যাগ করিলেন। হাউয়ার্ড বাল্যকাল হইতে যাঁহাদের স্নেহ ও সহানুভূতি পাইয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের সহিত বন্ধুতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই, সত্য। কিন্তু যে সকল নরনারী দিবানিশি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত তিনি উচ্চতর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। বিদেশীয় নরনারীগণের মধ্যে যাঁহারা হাউয়ার্ডের মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে মহত্ত্বের পূজা করিবার জন্যই হাউয়ার্ডের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন! হাউয়ার্ডও তাঁহাদের নিঃস্বার্থতা, পরদুঃখকাতরতা ও উদার ভাব দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হাউয়ার্ড মৃত্যুকালে বন্ধু প্রিষ্টম্যান্‌কে যে কয়েকটী অনুরোধ করিয়া যান, প্রিষ্টম্যান সে অনুরোধ গুলি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই। খারসন নগরের ছোট বড় সকল লোক হাউয়ার্ডের সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল; তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিল। মল্‌ডেভিয়ার রাজা, রাজমন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাসমারোহে হাউয়ার্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ গমন করিলেন। যে গাড়ীতে হাউয়ার্ডের মৃতদেহ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ছয়টী অশ্ব সংযুক্ত ছিল। এই গাড়ী খানি অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। উচ্চবংশীয় লোকেরা একটা-

রোহণে শবের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে তিন সহস্র কি তদধিক নিম্নশ্রেণীর লোক পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। নগরের কোলাহল ছাড়িয়া চৌফিনি গ্রামের নিকটবর্ত্তী হাউয়ার্ডের অভিলষিত সেই বিজন স্থানে এই লোকশ্রেণী উত্তীর্ণ হইলে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যে নির্দ্দিষ্ট বিধিতে হাউয়ার্ডের আস্থা ছিল, তদনুসারেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হইল। কিন্তু সমাধির উপর সূর্য্যঘড়ির পরিবর্ত্তে একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। হাউয়ার্ডের জনৈক চরিতাখ্যায়ক বলেন, যে হাউয়ার্ডের পূর্ব্বে আর কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এতদূর সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় নাই।

এদিকে হাউয়ার্ডের মৃত্যুসংবাদ ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; যে দিকে যাও, সেই দিকেই শোকের ঘন মেঘ ইউরোপের গগণ আচ্ছাদন করিয়াছে। হাউয়ার্ডের শোকে ইংলণ্ডবাসী নর-নারীগণের মর্ম্মে আঘাত লাগিল। হাউয়ার্ডের নিকট ইংলণ্ড বিবিধপ্রকারে ঋণী;—আজ ইংলণ্ডবাসী পুরুষরমণী প্রেমের ঋণ, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ পাইলেন। হাউয়ার্ডের প্রাণে পাছে ক্লেশ হয়, এই আশঙ্কাতেই এতদিন ইংলণ্ডের লোকেরা হাউয়ার্ডের সম্মানার্থ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। আজ আর তাঁহাদের ভক্তিস্রোত অবরোধ করে কে? আজ তাঁহারা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে হাউয়ার্ডের স্মরণার্থ নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ডের লোকেরা কৃতঘ্ন নন; কাপুরুষ নন; তাঁহাদের

জাতীয় গৌরব আছে, আত্মমর্যাদা আছে। তাঁহারা বীরের সন্তান বলিয়াই প্রকৃত বীরত্বের সম্মান করিতে জানেন। তাঁহাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে—তাঁহারা "শৃগাল প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন না সিংহ প্রতিমূর্ত্তি দর্শনেই অনুরাগী হইয়া থাকেন।" জন হাউয়ার্ডের জন্মের তেতাল্লিশ বৎসর পরে যে মহাত্মা বঙ্গ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারত ভূমির দুঃখ হরণ ও শুভ সাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন; "মানব-কুলের হিত সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা" নিজ জীবনে যিনি এই মহাসত্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন; সহমরণনিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন, বঙ্গবাসীর চক্ষুরুন্মীলন ইত্যাদি সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত ভারতভূমির অশেষরূপ দুঃখ বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করিয়া অবশেষে মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের ন্যায় যিনি বিদেশে—ব্রিষ্টল্ নগরে প্রাণ ত্যাগ করেন; কি পরিতাপের বিষয়, আজি পর্য্যন্ত এদেশে তাঁহার একটী "সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি" দৃষ্টিগোচর হইল না, আজি পর্য্যন্ত তাঁহার একখানি "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন চরিত" প্রস্তুত হইল না! আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি অপদার্থ! যে দেশে মহত্ত্বের আদর আছে, মনুষ্যত্বের সম্মান আছে, সাধুতার পূজা আছে সেই দেশই উন্নত, সেই জাতিই গৌরবান্বিত।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিবিধ প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রধানকে "ইংলণ্ডের জাতীয় ধর্ম্মসমাজ" সম্প্রদায় কহে। এই ধর্ম্মপ্রণালীই ইংলণ্ডের রাজধর্ম্ম। এই সম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রধান গির্জ্জা সেণ্টপল্‌স্ কেথিড্রাল। হাউয়ার্ড এই সম্প্রদায়ভুক্ত

ছিলেন, সুতরাং দেশের লোকেরা এই গির্জ্জার প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। ইদানীং সেণ্টপল্‌স্ কেথিড্রাল গির্জ্জায় ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় লোকের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হাউয়ার্ডের পূর্ব্বে এ গির্জ্জায় আর কাহারও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই, ইংরেজজাতি একপ্রাণ হইয়া আর কাহাকেও এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" হাউয়ার্ড ইংলণ্ডের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, দেশীয় লোকের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সুতরাং দেশীয় নরনারীগণ দেশমধ্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে অকাতরে অর্থব্যয় করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

হাউয়ার্ডের কীর্ত্তিস্তম্ভের উপরিভাগে নিম্নলিখিত কথাগুলি ইংরেজীতে খোদিত রহিয়াছে:—

"এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ জীবদ্দশাতেই আপনার সদ্‌গুণের উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বদেশের ও মনুষ্যজাতির কল্যাণ-সাধনার্থ তিনি যে অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডদেশীয় পার্লিয়ামেণ্ট সভার উভয় বিভাগের নিকট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ অনুসারে আমাদের দেশীয় কারাগার ও হাঁসপাতাল সমূহ সংস্কৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার গভীর বিচক্ষণতার প্রমাণ, এবং ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, মনুষ্য-জাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তিনি পৃথিবীর যে অংশেই গমন করিয়াছেন, তথাকার সকল লোকেই তাঁহাকে কতদূর

সম্মান করিতেন। রাজসিংহাসন হইতে কারাগার পর্য্যন্ত সকল স্থানেই তাঁহার নাম সমান সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইত। দেশের লোকেরা তাঁহার স্মরণার্থ আজি যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের নানা প্রকার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তাঁহার বিনয় বশতঃই সে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

শেষকথা।

পৃথিবীর বীরপুরুষগণের ন্যায় সমরক্ষেত্রে অথবা সমুদ্র-বক্ষে হাউয়ার্ড তনুত্যাগ করেন নাই। তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ জগতের ইতিহাসে অল্পই দেখা যায়।

তিনি ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে থাকি-য়াই মান মর্য্যাদা লাভ করিবার তাঁহার বিলক্ষণ সুযোগ ছিল। সংসারের লোকেরা যাহা লইয়া সুখী হইয়া থাকে, তাঁহার সেরূপ কোন দ্রব্যের অপ্রতুল ছিল না। সুখসেব্য বস্তুতে তাঁহার গৃহ পূর্ণ ছিল, তথায় ভোগ বিলাসের প্রচুর আয়োজন ছিল, তাঁহার খ্যতি প্রতিপত্তিলাভের যথেষ্ট উপায় ছিল। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্য আছে; তিনি বিশ্বাস করিতেন, জগতের কোন বিশেষ অভাব মোচন করিবার জন্য তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কারাসংস্কার কার্য্যে

জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বিবিধ অত্যাচার প্রপীড়িত নরনারীগণের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত শরীর মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। মানুষ যাহাকে স্বাভাবিক মৃত্যু কহে, হাউয়ার্ডের সেইরূপ স্বাভাবিক মৃত্যুই ঘটিয়াছিল বটে, পীড়িতাবস্থায় রোগশয্যায় তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তিনি মানবজাতির দুঃখমোচনের জন্য, ঘৃণিত ও উৎপীড়িত লোকের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন; পতিত নরনারীগণের উদ্ধারের জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এক দিন নয়, এক মাস নয়, বহু বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া পাত করিয়াছিলেন। আজি তিনি এজগতে নাই, আজিও তাঁহার নাম স্মরণ করিলে হৃদয়ে ভক্তিরস উথলিয়া উঠে, প্রাণে আশ্চর্য্য শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার হয়!

সম্পূর্ণ।